বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের ভূমিকা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একটি সমীক্ষা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর - ২০০২

GIFT

401304

তত্ত্বাবধায়ক
এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401304

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক
হেলেনা খান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

401304

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

320.6

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

হেলেনা খান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের ভূমিকা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একটি সমীক্ষা।** " গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ণ করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

401304

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তারিখ ঃ ২৬ শে ডিসেম্বর ২০০২ ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধায়ক

এম, সাইফুল্লাহ ভূইয়া

এম, সাইফুল্লাহ ভূইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জণগন এর অংশগ্রহন। জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের অংশগ্রহন ও সঠিক ও কার্যকরী প্রতিনির্ধিত্ব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলে। তাই সময়ের বিবর্তনে প্রায় সকল ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরুষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের প্রচেষ্ঠা করা হয়েছে। তবে নারীদের সম্পৃক্ত করার কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সাংবিধানিক ভাবে পুরুষের পাশপাশি নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে যেমন ঃ ভোট প্রদান, সংগঠন করার ক্ষমতা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত সনদের (১৯৭৯) ২য় খন্ডে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সরকার রাজনৈতিক ও জনজীবনে বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

401304

এ সকল দিক বিবেচনা করেই স্বাধীনতার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদেরকেও মনোনীত আকারে সম্পৃক্তকরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নির্বাচিত এই মহিলা প্রতিনিধিগণ বাস্তবে কতটুকু তাদের ভূমিকা পালন করতে পারছে তা যাচাই করার জন্যই আমি " **বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের ভূমিকা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একটি সমীক্ষা।** " শীর্ষক গবেষনা কর্মটি শুরু করি। আমার জানামতে, ইউনিয়ন পরিষদের উপর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনা কর্ম সম্পন্ন হলেও ১৯৯৭ সালে নির্বাচিত মহিলা সদস্যগনের ভূমিকার উপর কাজ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে আমার গবেষনা বেশ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। এ জন্য প্রথমেই আমি সবার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। তাবে গবেষণা কর্মে গবেষক হিসাবে আমার ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার এতটুকু কমতি ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনেকের কাছে আমি ঋনী। প্রথমে আমার মরহুম মা-বাবার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি যাদের আশির্বাদে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। এ ছাড়া অভিসমন্দর্ভটি সমাপ্ত করার প্রাক্কালে আমি প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এম, সাইফুল্লাহ্ ভূঁইয়া, যার সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান ছাড়া আমার পক্ষে গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বিশেষ করে যখন আমি কোন তত্ত্বাবধায়ক পাচ্ছিলাম না অন্তিম মূহুর্তে যদি স্যার আমাকে গাইড দিতে সম্মতি না দিতেন তাহলে কোন ভাবেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হতো না। তাই স্যারের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ঋণী। তিনি এ গবেষণা কর্মের প্রতিটি অক্ষর ধৈর্য্যের সাথে শুনেছেন, পান্ডুলিপি পড়েছেন এবং গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন।

এ ছাড়া সহযোগিতা পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আফতাব আহমাদ এর কাছ থেকে। যিনি আমাকে প্রথম দিকে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। এজন্য আমি তার কাছেও ঋণী। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, আমার কলেজ, হাবীবুল্লাহ্ বাহার কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মজিবুর রহমান স্যারকে। তিনি সার্বক্ষনিকভাবে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভিন্ন কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জানাই তারা আমার গবেষণা কর্ম বিভিন্ন তথ্য ও গ্রন্থ সম্পর্কে ধারনা দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, জাতীয়-স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (NILG) সংশ্লিষ্ট অফিসার ও লাইব্রেরীয়ান ও কর্মচারীবৃন্দকে আমার গবেষণা কর্মকে সুন্দর করতে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, রেজিষ্টার বিল্ডিং এর এম.ফিল. বিভাগের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের । এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনেক অবদান রয়েছে। এ ছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করার ক্ষেত্রে যার অবদান রয়েছে, তিনি হচ্ছেন হাবীবুল্লাহ্ বাহার কলেজের জনাব মুহাম্মদ মোকতাদির , যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার অভিসন্দর্ভটি অল্প সময়ের মধ্যে কম্পোজ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য আমি তার কাছেও ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। এছাড়া শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বড়ভাই, বোন, দুলাভাই, বোনের ছেলে এবং তাদের বন্ধুদের। যারা সবসময় আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার জন্য। আমার বড় ভাই-বোন, দুলাভাই, ভাবী সবার অনুপ্রেরণায় আমি এতদুর লেখাপড়া করতে পেরেছি। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদী জেলার পলাশ ও রায়পুরা থানার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য, মহিলা সদস্য এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন পেশাজীবিদের যারা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, তথ্য ও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সবশেষে আমার গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদি এতটুকু অবদান রাখতে পারে তাহলেই আমার পরিশ্রম, আন্তরিকতা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০০২

হেলেনা খান

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		প্রত্যয়ণ পত্র	এক
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	দুই-চার
		সারণী তালিকা	ছয়
প্রথম অধ্যায়	ঃ	ভূমিকা	১ - ৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত	১০-৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	১৯৯৭ সালের নির্বাচন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যপ্রণালী এবং ক্ষমতা ও মর্যাদা	৩৯ - ৪৭
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহনের স্বরুপ	৪৮-৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও ভূমিকা	৬৫ - ৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	মহিলা সদস্যগণের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব	৭৪ - ৭৮
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	৭৯ - ৮৮
		পরিশিষ্ট, উত্তর দাতাদের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা	৮৯ - ৯৫
		গ্রন্থপঞ্জী	৯৬ - ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

চতুর্থ অধ্যায় ঃ **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহনের স্বরুপ**

(সারণী নম্বর ৪.১ থেকে ৪.২০) পৃষ্ঠা নম্বর ৫৫ - ৬২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ **ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও ভুমিকা**

(সারণী নম্বর ৫.১ থেকে ৫.৮) পৃষ্ঠা নম্বর ৬৮ - ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **মহিলা সদস্যগণের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব**

(সারণী নম্বর ৬.১ থেকে ৬.৭) পৃষ্ঠা নম্বর ৭৪ - ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আধুনিক গণতন্ত্রের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণ। আজকের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের যুগে এর অর্থ হচ্ছে প্রশাসনের সর্বস্তরে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধিগণই মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই লক্ষ্য করা গেছে যে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করে রাখাটাই হচ্ছে প্রধানতম প্রবণতা। কিন্তু জনগণের আকাংখার বিস্তৃতির সাথে সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনের আরো অধিকতর জনসম্পৃক্তির জন্য বর্তমান যুগে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চে পরিগনিত হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণ হলো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ের সরকার গুলোর নিকট হস্তান্তর করা। এ প্রসংগে Rondinelli এর সংজ্ঞা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন " Transfer of authority to plan, make decisions and manage public functions from the national level to local levels" [১] রনডিনেলী বিকেন্দ্রীকরনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ধারা হিসাবে গণ্য করেছেন।

প্রথমতঃ স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারকে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা প্রদান, একে পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা।

দ্বিতীয়ত ঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নির্দিষ্ট এবং আইনগতভাবে স্বীকৃত ভৌগলিক সীমারেখা চিহ্নিত করা যার উপর এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠত হবে।

তৃতীয়ত ঃ স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারকে তার উপর আরোপিত নির্দিষ্ট কার্যাবলীর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ স্থানীয় ভাবে সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত ঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই প্রক্রিয়ার অধীনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় জনগণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের উপর স্থানীয় জনগনের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া।

শেষত ঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়ায় এমন ব্যবস্থা রাখা যাতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় প্রতিষ্ঠানই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে এবং দু'পক্ষের মধ্যে শুধু সমন্বয় সম্পর্ক বজায় থাকে। তাই বলা যায় যে, বর্তমান প্রেক্ষিতে স্থানীয় স্ব- সরকার এবং বিকেন্দ্রীকরণ মানেই ক্ষমতা হস্তান্তর [২]

তবে প্রনিধাণ করার বিষয় হচ্ছে যে, এই ঐতিহাসিক সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ারও বহুপূর্ব থেকেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের বিতর্কটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যে চলে আসছে। ফলে এই দেশেই এক ধরনের প্রসাধনী বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। যাকে বলা যায় স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার সম্প্রসারণ মাত্র। এক্ষেত্রে প্রশাসনের একটি পরাৎক্রমিক (hierarchical) স্তর বিন্যাস ঘটেছে বটে, তবে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতেই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। মেয়াদান্তে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সরকার পরিচালনার অধিকর্তাদের পরিবর্তনকে গণতন্ত্রের মাপকাঠি ধরা হয়। এসব দেশে এমন এক ধরনের গণতন্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইললিবারেল ডেমোক্রেসী (Illiberal Democracy) বা উদারনৈতিকতা নৈতিকরনের গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে একে অনুদার গণতন্ত্র বলে ভ্রম করে বসেন। গণতন্ত্রের অনুদার কোন অভিব্যক্তি নেই। গণতন্ত্রকে জীবন্ত ও সজীব রাখার পূর্ব শর্ত সমূহই নির্ধারণ করে উদারনৈতিকতার স্বরূপ।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কেন্দ্রীভবন বনাম বিকেন্দ্রীকরণ আজ গভীর বিবেচনা ও বিশ্লেষনের দাবী রাখে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য উপাদান। শুধু বাংলাদেশে নয় খোদ আমেরিকা, যুক্তরাজ্য অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশেই স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ।[৩] স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করার কর্মটিই সম্পাদিত হয়না, স্থানীয় পর্যায়ের অর্থ্যাৎ তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশও ঘটে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন, উন্নয়ন গতিধারাকে সুসংহতকরণ (Top down) এবং স্থানীয় জনগণের সমস্যা, সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে (Bottom Up) জাতীয় পর্যায়ে এর

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা হলো বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পূনঃ অনুসন্ধান। অর্থ্যাৎ অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যবেক্ষণ, ভিন্ন প্রেক্ষিত খোঁজা এবং বারতি জ্ঞান সংযোজন করার সুশৃংঙ্খল ব্যবস্থা। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন যে, "জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান" তেমনি গবেষক সম্পূর্ন অজানাকে জানা নয়, বরঞ্চ যা সম্পর্কে অল্প ও অস্পষ্ট ধারনা আছে, প্রয়োজনের তাগিদে কিছু প্রাসংগিক বিষয়ে অনুসন্ধানই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটি ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদের অবস্থান এবং তাদের ভুমিকার একটি সার্বিক রূপ প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। দক্ষিন এশীয় উপমহাদেশে বহু পূর্ব থেকেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ সাধনই নয়, প্রশাসনিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করার অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গন্য করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশে স্থানীয় স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ লক্ষ্য করা হয়েছে এবং এর উপর ব্যাপক গবেষণা কর্মও সম্পাদিত হয়েছে। Dr. Aminur Rahman তাঁর "Politics of Rural Local Self Government in Bangladesh" প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভুমিকা নিরূপন করা হয়েছে।

Lutful Haque Chowdhury তার "Local Self-Government and its Reorganization in Bangladesh" প্রবন্ধে স্থানীয় সায়ত্তশাশিত সরকারের প্রকৃতি ও প্রসাশনের পর্যালোচনা, জণকল্যাণ মূলক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদনে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আমার জানামতে, চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম একটি স্তর ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সদস্য হিসাবে নির্বাচন করার বিধান সম্বলিত আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। তবে এই আইনের অধীনে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের ভূমিকার উপর তেমন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহিলা সদস্যগণের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক। বর্তমান সন্দর্ভে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ, অধুনা এই ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মে যে কয়টি বিষয় প্রেক্ষণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১। মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও ভূমিকা ;

২। ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও ভূমিকা চিহ্নিত করে রাজনৈতিক বিকাশে এর তাৎপর্য কী হতে পারে ;

৩। মহিলাদের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক মূল্যবোধের কোন দ্বন্দ্ব রয়েছে কী না ;

৪। কোন দ্বন্দ্ব থাকলে তা অপণোদনের উপায় কী ;

৫। ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও ভূমিকার অন্তিমান অবস্থার আরো পরিমার্জন ও পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন কী না।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি বিদ্যার যে কয়টি কৌশল রয়েছে, তার মধ্য থেকে গবেষণার প্রযোজনে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি প্রধানতঃ একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ (Empirical Study)। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরী করে নির্দিষ্ট কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ বাছাই করে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে জরীপ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কতৃক প্রকাশিত মৌলিক তথ্য, পরিসংখ্যান ও উপাত্তের অভীক্ষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে সংরক্ষিত রেকর্ড পত্র সমূহ, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের কার্য বিবরনীর নথিপত্র ইত্যাদির বস্তুগত বিশ্লেষণ (Content Analysis) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও তার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতার স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন সম্পর্কিত Theoretical এবং Empirical Literature এবং একটি ব্যাপক (Comprehensive) । কিন্তু সংক্ষেপিত চিত্রের মাধ্যমে গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনা মূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রাক বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত বা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিন্তু স্বতন্ত্র সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়টি গবেষণার প্রথম অধ্যায়, এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই ব্যবস্থাকে সময়ানুযায়ী বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১। মোঘল আমল

২। প্রাক্ ব্রিটিশ আমল

৩। ব্রিটিশ আমল

৪। পাকিস্তান আমল

৫। বাংলাদেশ আমল

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আমলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিভিন্ন সরকারের শাসনামল অনুযায়ী বিভক্ত করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ বর্ননা করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১। মুজিব আমল (১৯৭২-১৯৭৫)

২। জিয়া আমল (১৯৭৬-১৯৮১)

৩। এরশাদ আমল (১৯৮২-১৯৯০)

গণতন্ত্রের পূনঃ প্রবর্তন

৪। খালেদা জিয়া আমল (১৯৯১-১৯৯৬)

৫। শেখ হাসিনা আমল (১৯৯৬-২০০১)

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যপ্রনালী, ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিমন্ডল ও এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহিলা সদস্যগণের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার অন্তিমান অবস্থা এবং বিরাজমান অবস্থার পরিমার্জন ও পরিবর্তন বা সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

[১] ভূইয়া , মোঃ শাহজাহান হাফেজ, "প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা ঃ একটি পর্যালোচনা " The Journal of local Government. Vol 27 (Jan-June 1998) P- 45-46

[2] মোঃ মহব্বত খান, "বাংলাদেশ স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের স্বায়ত্তশাসন ঃ একটি মূল্যায়ন " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা, সংখ্যা-৪৪, অক্টোবর-১৯৯২।

[৩] মুহাঃ ইয়াসিন আলী "দারিদ্র বিমোচনে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার ভূমিকা" " Journal of Local government Vol-28 No-1 Jan-June 1999.P-11

[৪] পূর্বোক্ত, P-11

[৫] Sayefullah Bhuyan , "Under development of Bangladesh : An Analysis of Socio-Economics Policy Implementations" in the Journal of the Asiatic society of Bangladesh (Humanities) ,Vol-35 No. 2 December 1990, PP-11-23.

[৬] পূর্বোক্ত, P-11-12

[৭] পূর্বোক্ত , P-XIII

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

বর্তমান বিশ্বে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ব বন্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে সরকারী কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবেও বিবেচিত। প্রশাসনে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ, সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনের ক্ষতিকর প্রভাব লাঘব করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ ধারণার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রকাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্ঠা চলছে। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত জনসম্মুখে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক ধচরাকে তৃণমূল পর্যায় থেকে সুসংহত করণ ও রাষ্ট্রের সকল সেবা, সহায়তা, সরবরাহ ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডকে ফলপ্রসু করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিহার্য। তাছাড়া সমাজের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায় থেকে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনার লালন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন দূর্যোগ সংকট মোকাবেলার জন্য জনগণের ভিরযোগ্য প্রতিষ্ঠারন হিসাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আবহমান কাল থেকে উল্লেযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। একটি জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকার সংঘঠন, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের গণতান্ত্রয়ানে ও বিকেন্দ্রীকরণের ধারনা স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ধারনার সাথে নিবিড় ভাবে যুক্ত।

ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে পরিগণিত করা হচ্ছে। নৈকট্য, প্রাসঙ্গিকতা, স্বায়ত্বশাসন এবং অংশ গ্রহন এর মত কিছু ধনাত্বক মূল্যবোধ বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সংযুক্ত। এ ছাড়া পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ননের প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন ও এ প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণকে সহজতর করার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সম্ভাবনাময় বলে ধারনা করা হচ্ছে।[১] লোক প্রশাসনের বিশেষজ্ঞগণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রত্যয়তি ক্ষমতা হস্তান্তর (Devolution) বিপুঞ্জীভূতকরণ (Decentralization)

Dhaka University Institutional Repository

এই ধারার ব্যখ্যা করার চেষ্ঠা করা হয়েছে।[২] ক্ষমতা হস্তান্তর (Devolution) এর পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নির্দেশের আওতার বাইরে অবস্থিত স্থানীয় সরকার একক গ্রলোতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার এক মৌলিক স্থানান্তরেরই ইঙ্গিত বহন করে।[৩] তবে (D. A. Rondinelli) বিকেন্দ্রীকরণের একটি ধারা হিসাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের (Devohelion) কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[৪]

প্রথমত ঃ স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকা কে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা প্রদান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখে এক পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া

দ্বিতীয়ত ঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নির্দিষ্ট এবং আইনগতভ২বে স্বীকৃত বৌগলিক সীমারেখা চিহ্নিত করা যার উপর এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয়তঃ স্থানীয় সরকারের উপর অর্পিত নির্দিস্ট কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অর্থ সম্পদ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করা।

চতুর্থতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের আরেকটি বৈশিষ্য হচ্ছে, স্থানীস্প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় জনগণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের উপর স্থানীয় জনগণের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া।

শেষতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় প্রতিষ্ঠানই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে এবং দু'পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সম্পর্ক বজায় থাকে। বিপুঞ্জীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ কার্যলয়ে কাজের চাপের স্থানান্তর হয়ে থাকে। মাঠ সংস্থা সৃষ্টি বা স্থানীয় প্রশাসনিক একক যা কিনা কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামোর একটি অংশ তার উপর দয়িত্ব হস্তন্তর বোঝায়। এর আওতায় পড়ে ক্লেদ্রীয় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী আঞ্চলিক, জেলা পর্যায়ের ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া কর্ম প্রদান করে সেই সাথে প্রদান করে এসমস্ত ক্রিয়াকর্মে অব্যহতি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং গণতন্ত্রায়ণ ও বিন্দ্রীকরণের ধারনা স্থানীয় সরাকর শক্তিশালীকরণ ধারনার সাথে নিবিড়ভবে যুক্ত।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক মাত্রায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ হচ্ছে। তবে স্থানীয় সরকারের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে। এই ধারাটি প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

অবিভক্ত ভারতের গ্রামীন স্ব-সরকার প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এ অঞ্চলের গ্রামের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। প্রাচীন বাংলা তিন ধরনের স্থানীয় সরকার বা শাসনব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার ছিল একধরনের প্রশাসন সংগঠন সেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হিসাবে কার্য সম্পাদন করতো। তৃতীয়ত ঃ কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা চলতো।[৬] এই গ্রামীন স্বসরকার পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীন প্রশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা ছিলো।[৭] যদিও স্থান কাল পাত্র ভেদে এই গ্রামীন স্ব-সরকার ব্যবস্থা ভিন্নরূপ এবং কার্যাবলীর ভিন্নতা নিয়ে পরিচালন প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে।[৮] তবে দুটো গুরুত্বপুর্ন প্রতিষ্ঠান যেমন মাতব্বর (Headman) এবং পঞ্চায়েত প্রাচীন আমল থেকে সক্রিয় ছিলো, যদিও তাদের কর্তৃত্ব ও কার্যাবলীর পরিধি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারনতঃ উচ্চ বর্ণের এবং শক্তিশালী পরিবার থেকেই মাতব্বর নিয়োগ করা হতো। মাতব্বরগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতো না। কিন্তু এই পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এ জন্য যে, এটি স্থানীয় ও উচ্চ পর্যায়ের সাথে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করতো। তাছাড়া স্থানীয় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও মাতব্বরের ভূমিকা ছিলো। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ছিলো একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান যা নির্বাহী এবং বিচার এই উভয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতো।[৯] তবে এই পঞ্চায়েত গুলো উচ্চ বর্ণের নেতৃবৃন্দ এবং মাতব্বরদের (Headman) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল আমল

ভারতীয় উপমহাদেশে মোঘলদের আগমনের সাথে সাথে পঞ্চায়েত পদ্ধতি বিলুপ্ত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে পঞ্চায়েতের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার কতৃত্ব খর্ব হয়ে আসে। কর প্রশাসন ও কর দাতাদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে মাতব্বর দের (Headman) গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলেই পঞ্চায়েত পদ্ধতির গুরুত্ব কমে আসতে থাকে।[১১]

প্রাক-ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে গ্রামীন প্রশাসনের দায়িত্ব মূলত ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণ ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভুমিস্বত্ব প্রথার পরিবর্তনের ফলে এই ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের অধীনে নতুন জমিদারী প্রথা চালু করা হয়। তারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই জমিদার শ্রেনী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বই পালন করতো না গ্রামে শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তবে এই আইন স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।[১২] একটি সমাজবাদী শক্তি হিসাবে বৃটিশ শাসকেরা এ দেশের স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন থেকে বিরত ছিল। ফলে স্থানীয় সরকারের এই প্রাচীন পদ্ধতি আর কার্যকরী হতে না পেরে এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৩]

ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ধারাকে দুটি করে স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথমত ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ রাজ্যের সরাসরি শাসন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কার্যকরী থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির অগ্রগতির পরিমাপ ছিল নগন্য।[১৪] ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মোটামুটি ভাবে " স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ইতিহাসে ইহাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অভিহিত করাযায়। এই আইন অনুযায়ী ৬০ এর অধিক

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী বিশিষ্ট গ্রাম হতে জেলা ম্যাজিস্টেট কতৃক ৫ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত মন্ডলী নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। পঞ্চায়েতগণ চৌকিদারের নিয়োগ রক্ষনাবেক্ষণ করতো। এ ছাড়া চৌকিদারদের রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কর আদায় করতে পারতো। চৌকিদারদের প্রধান দায়িত্ব ছিলো গ্রামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই আইনের অধীনে পঞ্চায়েতগনের ক্ষমতা সীমিত থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, বৃটিশ সরকারের আমলে এই প্রথমবারের মত গ্রাম স্ব-সরকার ব্যবস্থা স্থাপনে কিছুটা ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সাফল্যজনক ভাবে কার্যকর হতে পারেনি। ত্রুটিগুলো হলো এই ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত সদস্যগণ জেলা ম্যাজিস্টেট কর্তৃক মনোনীত হতো তথাপি মূলতঃ এই কার্য সম্পাদিত হত তার অধীনস্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে । তাই অনেক সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে মনোনয়ন প্রথা কখনও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নাই।

পঞ্চায়েত মন্ডলীর সদস্য হতে যে কোন গ্রামবাসী বাধ্য ছিল। কিন্তু কেউ পঞ্চায়েতের সদস্যপদ গ্রহন করতে না চাইলে তার নিকট হতে ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হতো।
পঞ্চায়েতগন সময়মত স্থানীয় কর আদায়ে ব্যর্থ হলে শাস্তিভোগ করতে হতো।

চৌকিদারগণ পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন না। কেবল মাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তার অনুমোদিত কর্মকতা তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন। ফলে চৌকিদারগন কর্তব্যপরায়ণ হয় নাই।

তাছাড়া চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য সম্মন্ধে তেমন কোন উল্লেখ ছিল না।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি সমূহের কারনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে এই ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১৫] ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যর্থতার নিরসনকল্পে লর্ড রিপন কতগুলো সংস্কার আইন পাশ করেন। যা ভারতীয়দের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিমূল হিসাবে স্বীকৃত হয়।[১৬] লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ১৮ই মে তারিখের প্রস্তাব করেন। যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

সমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ নীতিমালা প্রনয়ণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যকারিতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা। লর্ড রিপন বিশ্বাস করতেন যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অর্থ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরনের এবং রাজনৈতিক শিক্ষা প্রশাসনের মাধ্যম - যা গ্রামীন জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে সরকারের সমস্যা সমাধান কল্পে ভূমিকা রাখতে পারবে।[১৭]

১৮৮২ সালে স্থানীয় শাসন প্রস্তাবের কতগুলি মূলনীতি ছিল। সেগুলো হলো-

ক) মিউনিসিপাল বোর্ডের নামে স্থানীয় বোর্ড চালূ করা হবে। যেমন্ মহকুমা বোর্ড, তহশীল বা তালুকা বোর্ড।

খ) দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্যই বেসরকারী হবে। উন্নয়ন এলাকার এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাহারা নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ডের সদস্য হবেন।[১৮] রিপনের এ প্রস্তাবনা কখনই প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রস্তাবে মূলতঃ দ্বি-স্তর বিশিষ্ট ছিল -যেমন ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার পদ্ধতি। কতগুলো নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। স্থানীয় বোর্ড- একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে এমন সদস্যদের দ্বারা যাদের অধিকাংশই হবে নির্বাচিত।

১৮৮২ সালে প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরী হতে পারে নাই। অবশেষে ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তার কিছুটা সংশোধিত আকারে "বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন্ ১৮৮৫" (The Bengal Local self Government Act of 1885) (Bengal Act-III of 1885) পাস করা হয়। যা বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করে। ১৮৮৫ সালে প্রনীত আইনে স্থানীয় সংস্থাকে (Local Body) তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

ক) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

খ) মহকুমা পর্যায়ে (Subdivision) লোকাল বোর্ড

গ) গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

জেলা বোর্ড নয়(৯) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো যাদের দুই তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হতেন। শুধুমাত্র যারা ২১ বৎসর বয়স্ক, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ চৌকিদারী কর প্রদান করে এবং যাদের ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তারাই ভোটাধিকার ভোগ করতো। জেলা বোর্ডের শীর্ষে ছিলেন একজন চেয়ারম্যান, যিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ড সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। জেলা বোর্ড ছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু (Focal Point) এবং বোর্ডকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। জেলা বোর্ড জনস্বার্থে ও উপযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- স্কুল রাস্তাঘাট, টিকাদান, হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সাহায্য বন্টন, আদম শুমারী, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতো।[১৯]

কর, ফি, জরিমানা এবং সরকারী অনুদান ছিল জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস। লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিকে জেলা বোর্ডের নিকট নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। লোকাল বোর্ডকে নিয়মিতভাবে চাহিদাপত্র এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য খরচের বিবরণ জেলা বোর্ডের কাছে দাখিল করতে হতো।[২০]

লোকাল বোর্ড

লোকাল বোর্ড কমপক্ষে ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হতো। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান লেঃ গভর্নর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে অথবা বোর্ডের অনুরোধক্রমে লেঃ গভর্নর কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন।
লোকাল বোর্ড ইউনিয়ন কমিটির কার্যকলাপের তদারকি সংস্থা হিসাবে কাজ করতো। এবং ইউনিয়ন কমিটিকে দায়িত্ব অর্পন করতে পারতো।[২১]

ইউনিয়ন কমিটি

১৮৮৫ সালের আইনে গড়ে ১২ মাইল আয়তন বিশিষ্ট গ্রামের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য হতে মোট ৯ (নয়) জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। মূল

Dhaka University Institutional Repository

আইনে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের কোন উল্লেখ ছিল না। ইউনিয়ন কমিটিগুলো স্থানীয় পুকুর, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাস্তাঘাট সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব চৌকিদার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল।[২২] স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি ও গ্রাম পুলিশ-এই দু ধরনের স্থানীয় সংস্থা কাজ করতে থাকে।[২৩] ইউনিয়ন কমিটির গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি কর আদায় করে তহবিল সংগঠন করার ক্ষমতা ছিল।[২৪]

১৮৮৫ সালেপ্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন বাংলাদেশের বর্তমান ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১৬ টি জেলায় ১লা অক্টোবর ১৮৮৬ হতে প্রবর্তন করা হয় এবং বছরের শেষের দিকে পার্বত্য চট্রগ্রাম ছাড়া অন্যান্য জেলায় এ আইন প্রচলিত হয়।[২৫]

এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইউনিয়ন কমিটিগুলোর হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ইউনিয়ন কমিটিগুলো জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতো। লোকাল বোর্ডও জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতো এবং লোকাল বোর্ডের হাতেও সীমিত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল।[২৬] সীমিত তহবিলের কারনে গ্রামীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ কোন কার্যকর ফল দেখাতে পারেনি এ ছাড়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ারম্যান পদে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ফলে এ প্রতিষ্ঠান গুলো প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ ধারণ করতে পারেনি। উপরন্ত এ ধরনের নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে শোষক শ্রেনীর আবির্ভব ঘটে।[২৭] এ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য District Administrative Committee গঠিত হয়। ১৩১২-১৩ সালে কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, "It was a mistake to make the district Board the administrative unit of Local self goverment and to leave the smaller bodies dependent on its charity and with no clearly defined. Position in the general scheme. This was to begin Local self-government at the wrong end. For the system ought to start from the bottom and work up, as was originally intended in 1883 rather than from to the top and work down."[28]

"জেলা বোর্ডকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান ইউনিট করে এবং নিম্নপর্যায়ের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ইউনিয়ন কমিটি ও লোকাল বোর্ডকে অধীনস্ত করা ঠিক হয়নি। এ ব্যবস্থায় সরকার স্থানীয় প্রশাসন ওপর থেকে আরোপিত হয়েছিল। এ পদ্ধতি নীচের স্তর থেকে শুরু করা উচিত ছিল।"[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড রিপনের সংস্কারের ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নবগঠিত স্থানীয় সংস্থার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, অনেক নামজাদা আইন পরিষদ সদস্য তাদের রাজনৈতিক জীবন এই স্থানীয় সংস্থা হতে শুরু করেন এবং রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভও বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধিজীবীগন ক্রমাগত বুঝতে পারেন যে, স্থানীয় সংস্থা গুলিতে বেসরকারী সদস্যদের ভূমিকা ছিল গৌন। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সরকারী সদস্যদের অপ্রতিহত প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।[৩০] এসব নীতির কারনে ব্রিটিশ নীতিরি পূর্নমূল্যায়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।[৩১] ১৯০৭ সালে ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক নিরূপনের জন্য এবং শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কার্যকর করার মানসে C.E.H. Hobhouse এর নেতৃত্বে একটা রাজকীয় মিশন (Royal Comission) গঠন করেন। ১৯০৯ সালে এই কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। তবে কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে নাই। কমিশন সুপারিশ করে যে, জেলা বোর্ডের সভাপতি হিসাবে জেলা ম্যজিস্ট্রেটই বহাল থাকবেন-তবে মিউনিসিপাল বোর্ড সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রনমুক্ত হবে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পরও কার্যকর করণের তেমন কোন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।[৩২] ১৯১৮ সালে মন্টেস্কু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে স্থানীয় সংস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয় যে, রাজনীতি শিক্ষায় ভারতীয়দের উপযুক্ত করতে হলে স্থানীয় সংস্থাকে সংস্কার করা প্রয়োজন।পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে The Bengal Village self government Act এ স্থানীয় সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। এই আইন মোতাবেক পূর্ববর্তী তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুই ধাপে বিভক্ত করা হয় যথা- ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড।[৩৩] এর ফলে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড ১০/১২ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ছিল। সদস্য সংখ্যা ছিল ন্যূনতম ৬ জন এবং অনুর্ধে ৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এদের দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হবে। মনোনীত সদস্যগণ জেলা ম্যজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতো। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ২১ বৎসর বয়স্ক যারা ১ টাকা জমির খাজনা দিত এবং যাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য নির্ধারিত আরও ১ টাকা কর দেয়ার সামর্থ্য ছিল তাদেরকেই মনোনীত সদস্য করা হতো। নির্বাচনের পর সদস্যদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতো। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ছিল ক) চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান)খ স্বাস্থ্য বিধান ও স্বাস্থ্য রক্ষা গ) রাস্ত ঘাট, ব্রীজ ও নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণ ঘ) স্কুল এবং ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ঙ) জেলা বোর্ডকে খবরাখবর সরবরাহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন বোর্ড গুলো উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান গ্রহন করার পরও বাৎসরিক কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল। ঘরবাড়ীর মালিক ও দখলকারীদের ওপর কর ধার্য করা হতো। এ ছাড়া প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব বিবেচনা মূলক ক্ষমতা বলে ইউনিয়ন বোর্ডের দুই বা অধিক সদস্য মনোনীত করে " ইউনিয়ন কোর্ট গঠন করে লঘু অপরাধ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতো এবং জেলা বোর্ড এবং থানা প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতো। ২/৩ টি থানার ২০-২৫ টি ইউনিয়নের দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকতো। ইউনিয়নের খাতাপত্র কার্য বিবরনী এবং রেকর্ড নিয়মিত ভাবে উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যজিস্ট্রেট পর্যবেক্ষন করতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩৪]

জেলা বোর্ড

১৮৮৫ সালের আইন মোতাবেক জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্টেট। কিন্তু ১৯২০ সালে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের সাথে সাথে ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির করার ব্যবস্থা করা হয়। জেলার আকার- আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা বোর্ডে সদস্য সংখ্যা ১৬ হতে ৭০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। প্রত্যেক ২১ বৎসর বয়স্ক পুরুষ নাগরিক নির্দিষ্ট পরিমান কর বা ট্যাক্স প্রদানের এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ডের ভিত্তিতে জেলা বোর্ডের সদস্যদের ভোট দিতে পারতো এবং নিজেও নির্বাচিত হতো পারত। নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও সরকার নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। জেলা বোর্ডের উপর অর্পিত (অর্থ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি) হয়েছিল। তাছাড়া জেলা বোর্ডে এমন কিছু সংখ্যক সুদক্ষ কর্মকর্তা থাকতেন, যাদের কার্যাবলী সমূহ থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল।

জেলা বোর্ডের আয় সাধারনতঃ ৪ থেকে ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বিস্তৃত আয়তন বিশিষ্ট (যেমন- ময়মনসিংহ) জেলার আয় ছিল ১২ লক্ষ টাকা। জেলার আয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যথা ১) জনহিতকর কার্যাবলী এবং সড়ক উন্নয়ন করা।

২) সরকারী অনুদান যেমন ঃ Augmenttational grants . পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দান। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারী দান, জেলা বোর্ডের কর্মচারীদের বেতনের নিমিত্তে দান

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। ৩) ফেরী, জরিমানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য দান, রাস্তাঘাটের জন্য কর ইত্যাদি।[৩৫] মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের কোন অংশেই স্থানীয় প্রশাসন তেমন উন্নত ছিল না। প্রশাসন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। দায়িত্বের পরিমান অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা না থাকার কারনে তাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটত। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য কোন সরকারই এই ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দিতে পারে নাই। এমনকি জাতীয়, পরিকল্পনায়ও এদের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই ফলে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের অবস্থান প্রায় একই পর্যায়ে অবস্থান করে। তাই সরকারকে স্থানীয় সংস্থার ব্যর্থতা নিরসনকল্পে প্রশাসক নিযুক্ত করতে হতো। মোঘল আমল, কোম্পানী আমল এবং ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনামলে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার ব্যবস্থা বা তার পরিবর্তন প্রচেষ্টা ছিল মূলতঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে এবং বিশেষ গন্ডিবদ্ধ্য।[৩৬] যদিও ১৮৮২ সালের পরে ব্রিটিশ শাসকেরা স্থানীয় সরকার পদ্ধতির গণতন্ত্রায়তনে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। তথাপি "The Indian Local self-government was in many ways a democratic facade to an autocratic structure."[37]

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা ধারা অব্যাহত রাখে । তবে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। স্থানীয় সংস্থায় সকল সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ নির্বাচিত হবার ফলে তারা আগের তুলনায় প্রতিনিধিত্বশীল হয়। ১৯৫৯ সালে ফিল্ড মার্সাল মোঃ আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) নামে পরিচিত স্থানীয় সংস্থা সমূহের গঠনতন্ত্র ঘোষনা করেন, যাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রে ৫ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সংস্থা গঠনের কথা বলা হয়। যথা- ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল খ) থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল গ) জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল ঘ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কাউন্সিল ঙ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুই প্রদেশের জন্য গঠন করা হয় প্রাদেশিক উপদেষ্টা কাউন্সিল।[৩৮] তবে এই শেষোক্ত স্তরটি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে বাতিল ঘোষনা করা হয়। তার স্থলে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠন করা হয়।[৩৯] ১৯৬২ সাল থেকে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্ররোপুরি ভাবে শুরু হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও থানা কাউন্সিল গ্রামীন স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্ব-সরকার ব্যবস্থার জন্য গঠন করা হয়। কিন্তু মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিলকে মৌলিক গণতন্ত্রের মেরুদন্ড হিসাবে গঠন করা হয়।[৪০]

ইউনিয়ন কাউন্সিল

প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মোট ১০ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচিত হতো। কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বছর।[৪১] কাউন্সিল সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করতো। ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর ব্যাপক দায়িত্ব অর্পন করা হয়। যেমন ঃ ক) Civic খ) পুলিশ এবং ডিফেন্স গ) রাজস্ব ও প্রশাসন ঘ) কৃষি উন্নয়ন ঙ) বিচার চ) খেলাধুলার উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচিব, মহল্লাদার এবং দফাদার নিযুক্ত ছিলেন। তথাপি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কর্তৃপক্ষের উপর, তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যাবলী তদারক ও তত্ত্বাবধান করতে পারতেন।[৪২]

সচিব ব্যতীত গ্রাম পুলিশ যারা চৌকিদার ও দফাদার নামে পরিচিত ছিল তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের অধীনে ন্যস্ত ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সমেত তিন সদস্যের নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মহল্লাদার নিয়োগ করতেন। নবনিযুক্ত মহল্লাদার এবং দফাদাররা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে একমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহন করতো। ইউনিয়ন কাউন্সিল গ্রাম পুলিশদের বেতন নির্ধারন করত, অসদাচরন, দুর্নীতি বা কর্ত্তব্য অবহেলার দরুন গ্রাম পুলিশকে শাস্তি প্রদান করতে পারতো।[৪৩]

থানা কাউন্সিল

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর হলো থানা কাউন্সিল। থানা কাউন্সিলে সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য ছিলনা। সাব-ডিভিশনাল অফিসার (S.D.O) পদাধিকার বলে সভাপতি ও সার্কেল অফিসার (C.O) সহ-সভাপতি হতেন।[৪৪] থানা কাউন্সিল-এ সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণ একত্রিত হতে কাজ করতো। যাদের অনুপাত ছিল ৫০ ঃ ৫০। ইউনিয়ন কাউন্সিলের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত হতেন। তাছাড়া S.D.O , C.O এবং থানা পর্যায়ের অন্যান্য অফিসারগণ যারা সরকারের উন্নয়নমূলক ডিপার্টমেন্টের সাথে জড়িত (যেমনঃ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ, মৎস্য, সমবায় ইত্যাদি) - ছিলেন থানা কাউন্সিলের সরকারী সদস্য। থানা কাউন্সিল মূলতঃ ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করতো। থানা কাউন্সিলে মুলতঃ স্থানীয় স্ব-সরকারের সংস্থা হিসাবে কাজ করার চেয়ে সরাকরের আমলাতান্ত্রিকতার প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়।[৪৫]

জেলা কাউন্সিল

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে জেলা কাউন্সিল। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। জেলা কাউন্সিলে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তবে আমলাতন্ত্রের সন্তুষ্টি ছাড়া ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব ছিল। জেলা কাউন্সিলে অর্ধেক সদস্য পরোক্ষ ভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিল। টাউন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতো, বাকী অর্ধেক সদস্য ছিল সরকারী কর্মচারী ছিল।[৪৬] যেহেতু ভাইস-চেয়ারম্যান আমলাতন্ত্রের সন্তুষ্টির উপর নির্বাচিত হতেন, তাই দেখা যায় এই পদ আমলাতন্ত্রের ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[৪৭] জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহনের ব্যবস্থা সমালোচনার বিষয় ছিল। কারণ জেলা প্রশাসক তার নানাবিধ ব্যস্ততা ও বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের পর জেলা কাউন্সিলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নেতৃত্ব ও তদারকি কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। তাই জেলা কাউন্সিলে এর চেয়ারম্যান পদ নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। তাহলে নির্বাচিত চেয়ার্যান নিজ কাজে সম্পূর্ন ভাবে মনোযোগ দিতে পারতেন এবং জেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হতো।[৪৮] জেলা কাউন্সিল বেশ কিছু মূখ্য ও ঐচ্ছিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিল। জেলা কাউন্সিলে তিনটি বিশেষ বিভাগের কাজ যেমন, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পাবলিক কার্যক্রম বিভাগ, ও শিক্ষা বিভাগ। এই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা কর্মীর ব্যবস্থা ছিল। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আগত রাজস্ব থেকে জেলা কাউন্সিলের অর্থায়ন হতো। [৪৯] প্রকৃত পক্ষে জেলা কাউন্সিলকে ১৮৮৫ সালে জেলা বোর্ডের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগীয় কাউন্সিল

এই সংস্থাটি মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো। বিভাগের অর্ন্তভূক্ত জেলা কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে বিভাগীয় কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য নির্বাচিত হতো। সরকারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা প্রশাসক(জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর, স্বাস্থ্য সার্ভিসের উপ-পরিচালক, বিভাগীয় বন অফিসার এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতেন। এই কাউন্সিলের পৃথক কোন অফিসের ব্যবস্থা ছিল না।[৫১]

বিভাগীয় কাউন্সিলের কোন নির্দিষ্ট ভুমিকা ছিল না। কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল জেলা কাউন্সিল ও পৌরসভার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। বিভাগীয় কমিশনার অফিসের কর্মরত কর্মচারীরা এই কাউন্সিলের কাজ যেমনঃ সভার আলোচ্য সূচী, কার্যবিবরনী লেখা ইত্যাদি) দেখা শুনা করতো।[৫২] বিভাগীয় কাউন্সিল এর কর ধার্য করার কোন ক্ষমতা ছিল না। এ কাউন্সিল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ জেলা কাউন্সিল ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলোকে অনুদান হিসাবে প্রদান করতো।[৫৩]

বাংলাদেশে স্থানীয় স্ব-সরকার ব্যবস্থা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ দেশ শাসনে নিয়োজিত ছিল। বিরোধী দল থেকে নেতৃত্ব দান করার চাইতে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় থেকে নেতৃত্বদান করা বেশি কঠিন বলেই মনে হয় শেখ মুজিবের কাছে। সামাজিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলের আভ্যন্তরীন কোন্দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে সুষ্ঠ সমঝোতার অভাব রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বকে আরও কঠিন করে তোলে। ফলে এক দিকে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিব একদলীয় শাসন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা প্রবর্তনে মনোনিবেশ করেন। যা তিনি স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার প্রশাসনের মধ্য দিয়ে শুরু করেন।[৫৪]

মুজিব আমল

মুজিব শাসনামলে পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষনা করা হয়।[৫৫] স্থানীয় কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্থানীয় কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল (বাতিল ও পরিচালন) আদেশ অনুযায়ী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন নামকরণ করা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী থানা কাউন্সিলের পরিবর্তে থানা উন্নয়ন কমিটি, জেলা কাউন্সিলের পরিবর্তে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন কাউন্সিলের স্থলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়। পরে ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গুলি ইউনিয়ন পরিষদে রূপান্তর করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হতো এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে সদস্য সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হতেন। তাছাড়া চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের ভোটারদের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হতেন। এভাবে সর্বমোট (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯ সদস্য সহ) ১১ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং আয়ের উৎস সংক্রান্ত ক্ষমতা যা মূলতঃ ১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের অনুরূপ।

থানা পর্যায়ে থানা উন্নয়ন কমিটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার দায়িত্ব থানা উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত সার্কেল অফিসারের উপর অর্পণ করা হয়। সার্কেল অফিসারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল S.D.O এর উপর। জেলা বোর্ডের প্রধান ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। প্রত্যেক জেলা বোর্ডে একজন সচিব ছিলেন, যিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী- ডেপুটি কমিশনারকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করাই ছিল তার মূল কাজ। জেলা বোর্ডে কোন নির্বাচিত সদস্য ছিল না সকলেই মনোনীত সদস্য ছিল। এর আয়ের উৎস, রাজস্ব সংগ্রহ এবং একাউন্স এবং অডিট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অনুরূপ।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া আমল

১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগষ্টে সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এরপর খন্দকার মুসতাক আহম্মেদ অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সকল অপিসার ও জোয়ানরা জিয়াউর রহমানকে সমর্থন জানিয়েছিল, পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুজিব অনুসৃত ধারা থেকে সম্পুর্ন পৃথক এবং বিকল্প ধারা প্রবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত নীতিমালার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে তার অবস্থানকে সুসংহত করতে চেয়েছিলেন[৫৭]

১৯৭৬ সালে প্রণীত "স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স" এ স্থানীয় সরকারের গঠন ও কার্যাবলীর বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। এই অর্ডিন্যান্সকে অনেকে পল্লী বাংলার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান হিসাবেও আখ্যা দেন।[৫৮]

ইউনিয়ন পরিষদ (জিয়া আমল)

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর অধীনে বাংলাদেশের স্থানীয় সায়ত্ব শাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ পূর্বের মতই তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান নয়জন পুরুষ মেম্বার (প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে) এবং দুজন মনোনীত মহিলা মেম্বার এবং পরিষদের সদস্যদের ভোটে দুজন কৃষক প্রতিনিধিকে পরিষদের সদস্য পদ দান করা হয়।[৫৯] কৃষক প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট পরিমান আবাদযোগ্য জমি থাকবে এবং সংশ্লিস্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। কিন্তু ১৯৮৩ সালে এই প্রভিশন বাতিল করা হয়।[৬০]

চেয়ারম্যান নিজেও ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে গণ্য হতেন। চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণ সরকার কতৃক নির্ধারিত সম্মানী গ্রহন করতেন।[৬১] ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ জনসেবামূলক কার্যক্রম, আইন শৃংখলা রক্ষণ, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম, উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম, বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখতো। এ সমস্ত কাজ কার্যক্রম ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ জাতীয়তা সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র আয়কর সনদপত্র নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান এবং লাইসেন্স পারমিট ইস্যু করা, সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৬২]

চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী প্রধান, তার কাজে সহযোগিতা করার জন্য একজন ফুলটাইম সেক্রেটারী নিয়োজিত ছিল। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলী দেখা শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তবে বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে দুজন দফাদার এবং পাঁচজন চৌকিদার নিয়োজিত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের ২০০/= থেকে ৩০০/= টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করা হতো। এবং দফাদার ও চৌকিদারদের ১০০/= থেকে ২০০/= টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করা হতো।[৬৩]

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস ছিল তিন ধরনের যেমন ঃ রাজস্ব, ট্যাক্স, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি, সরকারী অনুদান। ১৯৭৬ সালে অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাজস্বের উৎস গুলো উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে স্থানীয় কর, (যা ইউপি কতৃক সংগ্রহ করা হতো।) এবং সরকারীঅনুদান ও সাহায্য -এই দুই উৎস থেকে ইউপি রাজস্ব আদায় করতো। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান রাজস্ব উৎস হলো জমি ও ঘরবাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপিত ইউনিয়ন রেট, চৌকিদারী কর জমির উপর আরোপিত রেট সংগ্রহ করতে পারতো। পেশা, ব্যবসাবৃত্তির উপর কর, ভারী যানবাহনের উপর কর, বিবাহ রেজিঃ উপর কর, ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে সরকার কতৃক নির্ধারিত হাটবাজারের উপর ফি ইত্যাদি।[৬৪]

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্সের সংশোধন করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে গ্রাম পর্যায়ে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাষ্টিক সরাকর পদ্ধতি ছিলো মূলতঃ পূর্বের বেসরকারী পর্যায়ে স্বনির্ভর আন্দোলন ও গ্রাম সরকার পদ্ধতির একত্রিকরণ।[৬৫] জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারকে কমিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাই ছিল স্বনির্ভর আন্দোলনের উদ্দেশ্য।[৬৬] তাছাড়া গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়। স্থানীয় সম্পদের সঠিক আহরন ও ব্যবহার নিশ্চিত করে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনে স্থানীয় প্রসাশনকে সংসংহত করার লক্ষ্যে।[৬৭] তবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার পদ্ধতি খুব বেশি

Dhaka University Institutional Repository

দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে 'মার্শাল ল অর্ডারের মাধ্যমে এই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে। অনেকের মতে, স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এটি নব্য গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক ভিত্তিকে স্থানীয় পর্যায়ে সংহত করার কাজে সহায়তা করে।[৬৮] এই অর্ডিন্যান্সের ফলে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১। জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ।

২। থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ।[৬৯]

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ ৩ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হতো। একজন চেয়ানম্যান ও প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে সদস্য প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সরকার কতৃক মনোনীত সদস্য রাখার প্রভিশন ছিল। পরবর্তিতে ১৯৭৬ সালে অর্ডিন্যন্স অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

থানা পরিষদ

থানা পর্যায়ে থনা পরিষদ ছিল প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। থানা পরিষদে মহকুমা অফিসার (S.D.O) পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান এবং সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ থানা পরিষদে প্রতিনিধি সদস্য থাকতেন।[৭০] থানা পরিষদ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন সহ এর বিচার ব্যবস্থা দেখাশুনা করতো। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নকে ভিত্তি করে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও এর কাজ। এ ছাড়া থানা পর্যায়ে সরকার কতৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা থানা পরিষদের কাজ।

থানা পরিষদের রাজস্ব আদায় করার কোন ক্ষমতা ছিল না। সরকারী অনুদান ছিল এর আয়ের উৎস। সকল ধরনের প্রশাসনিক ক্ষমতা S.D.O এর উপর ন্যস্ত ছিল। থানা পরিষদের সকল ধরনের কার্যক্রম সাধারন সভা ও কমিটি সভার মাধ্যমে হতো।[৭১]

জেলা পরিষদ

১৯৭৬ সালে প্রনীত " স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যন্স" এ প্রতিটি জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ গঠন করার প্রভিশন (Provission) রাখা হয়। যদিও পরিষদও নির্বাচিত সদস্য। সরকারী কর্মকর্তা ও মহিলা দ্বারা গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সে কারনেই জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে কার্য সম্পাদন করতে থাকেন এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা (সহকারী পরিচালক- গ্রামীন উন্নয়ন / সহকারী পরিচালক স্থানীয় সরকার) তার সচিব হিসাবে পরিষদে কাজ করেন।[৭২] জেলা পরিষদ রাস্তা-ঘাট ও সেতু নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।[৭৩]

এরশাদ আমল

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ রক্তপাতহীন ক্যুর মাধ্যমে লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দখল করে। এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেন এবং পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির করেন এই বলে যে, প্রশাসন ও উন্নয়নে গ্রামীন জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে গ্রামীন জনগণের দ্বোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। এই প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের পরিকল্পনায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করা হয়। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে এই কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া সমাজের বিভিন্ন পেশা থেকে যেমনঃ সেনাবাহিনী, সরকারী আমলা, শিক্ষক, সাংবাদিকদেরকেও এই কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়।[৭৪]

কমিটির সুপরিশমালার মধ্যে গুরুত্বপূর্ন দিক হলো প্রতিটি স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরে প্রধান নির্বাহী হবেন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং একটি প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ তাকে সহায়তা করবে। এতে বলা হয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগনের ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান সকল পর্যায়ে প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করবেন এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাবেন। নির্বাচিত এই পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই কার্য পরিচালনার ব্যাপারে পরিপূর্ন কর্তৃত্ব ভোগ করবে। এর উদ্দেশ্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক স্তর হিসাবে মহকুমার বিলুপ্তি সাধন, নিম্নপর্যায়ের নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে অব্যবহিত উচ্চ পর্যায়ের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন ও উপজেলা পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মান তরান্বিত করা।[৭৫]

এই সুপরিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Implementation Committee for Administrative Reorganization/Reform (NICARR) নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর মূল কাজ ছিলো মূলতঃ থানাকে উপজেলায় পরিনত করার ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী অনুমোদন , করের হার নির্ধারন, উপজেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের পরিমাণ নিধারন এবং ৬৪ টি শহর ভিত্তিক থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা।[৭৬] ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী বিকেন্দ্রীকরণকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করে। স্থানীয় পর্যায় থেকে কেন্দ্রে এবং কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কার্যাবলী বিভাজনের দিক নির্দেশনা প্রদানই ছিলো এর গুরুত্বপূর্ণ দিক।[৭৭]

উপজেলা পরিষদ

১৯৮২ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর এক সরকারী অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশের থানা সমূহের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পর্যায় ক্রমে প্রতিটি থানায় থানা পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কার্যকরী করা হয়। পরবর্তীতে মানোন্নীত থানার নাম পরিবর্তন করে উপজেলা এবং থানা পরিষদের স্থলে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়।[৭৮] এরশাদের সংস্কার

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলীর কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে উপজেলা পরিষদের ধারনা জন্মলাভ করে। এ পরিষদ গঠিত হয় -(১) একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান (২) প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ (সংশ্লিস্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ (৩) স্থানীয় এলাকা হতে ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত) (৪) উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা (বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের উপজেলা প্রধানগণ, এরা সংখ্যায় সর্বমোট ১৪ জন) (৫) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের চেয়ারম্যান। (৬) একজন মনোনীত পুরুষ সদস্য (চেয়ারম্যান হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, উপজেলায় স্থানীয়ভাবে বসবাস কারী সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি)।[৭৯]

উপজেলা পরিষদের সভায় সরকারী কর্মকর্তা ব্যতীত সকল সদস্যের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পরিষদের মেয়াদকাল ছিলো ৩ বছর পরবর্তীতে পরিবর্তন করে পাঁচ বছর করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলো এবং তাদের উপর উপজেলা চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত রাখা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও সঠিক বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এছাড়া তিনি প্রশাসনের অন্যান্য স্তর এবং উন্নয়ন কর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদানের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিলো।[৮০]

ইউনিয়ন পরিষদ

১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সংগঠনের ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়।[৮১] অধ্যাদেশে বলা হয়, প্রতিটি ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিলো। একজন চেয়ারম্যান, প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ৩ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং একজন মনোনীত মহিলা সদস্য (যারা ৩ ওয়ার্ডে প্রতিনিধিত্ব করবে)। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও নয় জন সদস্য নির্বাচিত হতো। ইউপি মনোনীত মহিলা সদস্যগণ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করতেন।[৮২] ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে ছিল কর আদায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় অসন্তোষ ও বিবাদ মীমাংসা এবং কুটীর শিল্পের উন্নয়ন।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যানগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পেতেন।[৮৪] ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৩ বৎসর ছিলো।[৮৫] কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮৪ সালের ২৫ শে অক্টোবর ঢাকায় পরিষদের চেয়ারম্যানদের এক সম্মেলনে পরিষদের কার্যকাল পুনরায় ৫ বৎসর হবে বলে ঘোষনা করেন।[৮৬] ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার(ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ মোট আঠাশটি কার্য সম্পাদন করতো। এর মধ্যে স্থানীয় আইন শৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব , প্রতিরক্ষা এবং সাধারন প্রশাসনিক উন্নয়ন, বিচারকার্যক্রম পরিচালনা করতো। অধ্যাদেশে উল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সময় সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সি কর্তৃক জনগণের প্রয়োজনে ইস্যুকৃত অতিরিক্ত কর্ম সম্পাদন করতো- এর মধ্যে জাতীয়তা সনদ, চারিত্রিক সনদ, এবং রেশন কার্ড, ডিলার মনোনয়ন, রিলিফ ওয়ার্ক, ঋনের জন্য ক্লিয়ারেন্স, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সংক্রান্ত মামলা প্রেরণ ইত্যাদি দায়িত্বও পালন করতো।[৮৭]

ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচটি জিনিসের উপর কর ফিস ধার্য করার ক্ষমতা ছিল। এগুলো হলো

(ক) বাড়ীঘরের উপর বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা ইউনিয়ন রেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় যোগ্য;

(খ) গ্রাম পুলিশ(চৌকিদার এবং দফাদার) এর জন্য পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য রেট;

(গ) জন্ম, বিবাহ এবং ভোজের উপর ফি;

(ঘ) কমিউনিটি ট্যাক্স

(ঙ) সমাজকল্যাণ অথবা জনস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফি।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উৎস হতে রাজস্ব আদায় ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান। ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স রেট এবং ফি সংগ্রহ করার জন্য ফুল টাইম ট্যাক্স সংগ্রাহকের পরিবর্তে কমিশন বেসিসে একজন ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগ করতে পারতো। কিন্তু ট্যাক্স সংগ্রহের পরিমান ছিল খুবই নগন্য।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

জেলা পরিষদ

জেনারেল এরশাদ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ পাশ করেন। এ আইন অনুযায়ী জিলা পরিষদ (১) জনপ্রতিনিধি যেমন সংসদ সদস্য জেলার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা চেয়ারম্যান (২) মনোনীত পুরুষ সদস্য (৩) মনোনীত মহিলা সদস্য (৪) জেলা পর্যায়ের কতিপয় সরকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত হতো। তবে মনোনীত পুরুষ ও মহিলা সদস্য জনপ্রতিনিধিদের চেয়ে বেশী হতো না। মনোনীত সদস্যদের (মহিলা ও পুরুষ) সংশ্লিষ্ট জেলায় বসবাসকারীদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হতো। এ ছাড়া ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ের অন্যান্য অফিসারগন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। সকল সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিলো। জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগের কর্তৃত্বটি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বভুক্ত ছিল এবং তিনি জেলা পরিষদের একজন সদস্য হিসাবেও গন্য হতেন।[৮৯] জিলা পরিষদের মেয়াদ ছিল তিন বছর। যেকোন কারন ছাড়াই সরকার চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করতে পারতো।[৯০] জেলা পরিষদ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলুপ্ত হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপুর্ন বিষয় তদারক করতো; যেমন-জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও সমাজকল্যাণ মূলক নানা বিষয় এর কার্যক্রমের আওতাধীন ছিলো।[৯১]

১৯৮৮ সালের আইনে জিলা পরিষদ আইনটি জিনিসের উপর ট্যাক্স, রেট, টোল এবং ফি আদায় করার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলো। সেগুলো হলো ঃ

ক) স্থাবর সম্পত্তির উপর কর;

খ) বিজ্ঞাপনের উপর কর;

গ) রাস্তাঘাট সেতু ফেরী উপর টোল;

ঘ) পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন স্কুল ফি;

ঙ) বিশেষ সর্ভিস (সেবা) প্রদানের জন্য ফি;

চ) জনকল্যান মূলক কার্যক্রমের উপর রেট এবং

ছ) আয়কর অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য উৎস হতে কর আদায়যোগ্য।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

[1] মোঃ হাবিবুর রহমান ও নুরে আলম সিদ্দিকী "স্থানীয় গণতন্ত্রের বাহন হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ " সমাজ নিরীক্ষণ-৬৬ সনিকে নভেম্বর ১৯৯৭ পৃষ্ঠা-৫০।

[2] নিলুফার বেগম, আব্দুল্লাহ এম খান, সাইফুদ্দিন আহমেদ " লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা " অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

[3] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৫৪।

[4]Comparative perspectiopve : Theory and practice in Developing countries." International Review of Administrative Science, Vol. XL VII. No-2 1981 : 138.

[5] পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৫৩।

[6] কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার" রওশন আরা বেগম " প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার"

[7] H.F. Aldefer. Local Government in Development in develops Countrics, New York: Mc Graw Hill. 1969. P-69

[8] K. Siddiqui, ed., Local Government in south Asia; A comparative study, Dhaka University press limited, 1992, P-13.

[9] H.D Malaviya, village panchayats in India, New Delhi: All India congress Committee, 1956, P.66 & PP 68

[10] K. Siddiqui opcit P-15.

[11] মোঃ মহব্বত খান " বাংলাদেশে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের স্বায়ত্ত শাসন ঃ একটি মূল্যায়ন " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৪৪ অক্টোবর ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩।

[12] M. Rashiduzzaman ,~ Politics and Administration in Local Councils, A study of uion and district councils in east pakistan " Oxford University press 1968 P-1.

[13] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

[14] পূর্বোক্ত পৃ ঃ ৩

[15] M. Rashiduzzaman, Opcit P.P-1-2.

[16] Ibid Page-2.

[17] K. Siddiqui, opcit, p-21

[18] M. Rashiduzzaman, Opcit P-3.

[19] Lutful Haq Chowdhury, "Local self-Government and its Reorganization in Bangladesh" NIG, Sep 1987, PP-8-9.

[20] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" (এন,আই,এনজি,ঢাকাঃ ১৯৮৯,দ্বিঃসং),পৃ-১২-৯।

[21] ঐ পৃঃ-১৪।

[22] Lutful Haq chawdhury, OPcit-P-91.

[23] M. Rashiduzzaman, Opcit-p-3

[24] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার"(এন,আই,এনজি,ঢাকাঃ ১৯৮৯,দ্বিঃসং) ,পৃ-১৪-১৫।

[25] ঐ পৃঃ ১৫

[26] M. Rashiduzzaman, Opcit P-3.

[27] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" প্রাগুক্ত পৃঃ-১৫।

[28] N. C. poy , Rural self goverment in Bengal. (Calcutta : Calcutta Hniversity. 1937).

[29] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।

[30] M. Rashiduzzaman , opcit-41.

[31] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬।

[32] M. Rashiduzzaman, Opcit P-4.

[33] Lutful Haq chawdhury, OPcit-P-10-11.

Dhaka University Institutional Repository

[34] কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭-১৮।

[35] M Rashiduzzaman opcit-pp-5-7.

[36] M.M. Khan and H.M. Zafarullah, "Rural government in Banladesh : Past and present, Journal of the institute of Local government Administrators, Vol XX, No-2, 1979 Page-9.

[37] H. Jucker, The foundations of local self government in India , Pakistan And Burma Londom : The Athlone Press, 1954 P- 70.

[38] M Rashiduzzaman opcit-p-18.

[39] Lutful haq Chowdhury, opcit-pp-13-14.

[40] Lutful haq Chowdhury, opcit-pp-13-14.

[41] কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার আব্দুল আউয়াল খান, মৌলিক গণতন্ত্রে স্থানীয় সরকার" (এন, আই,এল জি, ঢাকা ১৯৮৯ দ্বিঃ সং) পৃঃ ৩৩।

[42] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-14.

[43] কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রাগুক্ত-পৃঃ- ৩৬-৩৭।

[44] M Rashiduzzaman opcit-p-13.

[45] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-15. Ibid-p-15

[46] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-15.

[47] M Rashiduzzaman opcit-p-17.

[48] কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রাগুক্ত-পৃঃ- ৪০।

[49] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-16.

[50] M Rashiduzzaman opcit-p-16.

[51] কামাল সিদ্দীকী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রাগুক্ত-পৃঃ- ৪০-৪১।

[52] M Rashiduzzaman opcit-p-18.

[53] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-16.

[54] মোঃ মহব্বত খান, প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫।

[55] Ibid – p- 6.

[56] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-17.

[57] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৬।

[58] M. M. Kfhan And H, M. Zafarullah, opcit P-10.

[59] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-26-27.

[60] Kamal Siddiqi "Local governmetn in Bangladesh" (Revised Edition) Dhaka University press ltd. 1994) p- 60.

[61] Ibid Page-60.

[62] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-27.

[63] Ibid -27

[64] Ibid-page-32-33.

[65] M. M. Kfhan And H, M. Zafarullah, " Rural Development in Bagladesh: Politics, Plans and Programes, Indian Journal of Public Administration, Vol-XXVI, No. 3 1980 p-3.

[66] Ibid, P-3

[67] M. M. Khan and H.M Jafarullah , " Innovaties in village govermnment in Bangladesh" Asian Journl of Public Administration, Vol XI , No – 1 1989 ; 16.

[68] K. Siddiqui, Opcit P-152.

[69] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-18.

[70] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭।

[71] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-7.

[72] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭।

[73] Lutful Haq Chowdhury, Opcit-P-19-20.

[74] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৮।

[75] M. M. Khfan "Major Administrative Reform and Reorganozation in Bangladesh, 1971-1985." in C. Compbell and B.G. Peters, eds: Organizing governance: Governing organizations, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 1988, P- 369.

Dhaka University Institutional Repository

[76] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৮।

[77] M. M. Khan " The policy significance of Decentralization in Bangladesh, " South Asia Journal , Vol- 3 No. 3 1990 :281.

[78] আহম্মদ সামিয়ুল হাসান " গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পদ্ধতি একটি পর্যালোচনা " সমাজ নিরীক্ষন / ২৫ পৃঃ ৫৯-৬০।

[79] K. Siddiqui opcit, P-153.

[80] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ৯।

[81] মোঃ মাকসুদুর রহমান, "বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন" প্রকাশক রাজঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ কালু জানুয়ারী ১৯৮৮ পৃঃ ২৪৮।

[82] Kamal Siddiqui , " Local government in Banladesh "(Revised Edition) Dhaka University Press Ltd. 1994) Page 57.

[83] Kamal Siddiqui, "Local Government in South Asia : A Comparative study, Dhaka. University press linefeel 1992 P-13.

[84] Kamal Siddiqui, "Local Government (Union Parishad) Ordinance 1983 (ord no –1-1 of 1983 Sec 5(4).

[85] The Local Government (Union Parishads) Ordinance 1983 (Ord. No L1 of 1983) Sec- 6(1).

[86] The Local Government (Union Parishads (Second Amendments Prdinance – 1984 (ord No LXXVII of 1984). Sec –2.

[87] Kamal Siddiqui OPCIT p –68-69

[88] Kamal Siddiqui OPCIT p –69

[89] Ibid, P-73-74.

[90] Ibid, P-73-74.

[91] মোঃ মহব্বত খান প্রাগুক্ত- পৃঃ ১১।

[92] Kamal Siddiqui, Opcit P-75.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের নির্বাচন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যপ্রণালী এবং ক্ষমতা ও মর্যাদা

১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যপ্রনালী, এবং ক্ষমতা ও মর্যাদা মূলতঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এরই সংশোধিত রূপ। ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী হয়। পরবর্তিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৯৩ এ প্রথম সংশোধনী এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৯৭ দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর সমীচীন, প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং ১৯৯৩ এবং ১৯৯৭ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের গুরুত্বপুর্ন দিক গুলো আলোচনার মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার্যপ্রণালী, ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইনের প্রধান ধারাসমূহ ঃ

১) ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ এর ৫ নং ধারা অনুসারে প্রতিটি ইউনিয়নকে ৩ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে মোট ৯ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৩ জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের বিধান ছিল। ১৯৯৩ সালের (সংশোধনী) আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভোটে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচিত হবেন। অপর একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের অধ্যাদেশ/ সংশোধনী আইনের ৫ নং ধারার অনু-১ এ বলা হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ বার (১২) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী আইনের ৫ নং ধারায় ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের জন্য ৩ টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এবং তারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। এ ছাড়া সাধারন আসনে মহিলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

২) ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৩ সালের (সংশোধনী) আইনের ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত ৪ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ক) নাগরিক কার্যাবলী ঃ যেমন- যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জল সরবরাহ এবং সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ।

খ) রাজস্ব ও প্রশাসন ঃ যেমন- রাজস্ব ও প্রশাসন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে সহায়তা করা রাজস্ব আদায়ের রেকর্ড ও তালিকা প্রনয়ণ করা, সার্ভে বা শস্য পরিদর্শন, ঋণ আদায় করা, অপরাধ দমন করা ইত্যাদি।

গ) নিরাপত্তা ঃ যেমন চৌকিদার ও দফাদার দ্বারা গ্রামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

ঘ) উন্নয়ন ঃ যেমন- কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি, বন, পশু ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারে।

৩) ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের ৩৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কমিটি বা সাব কমিটি গঠন করতে পারে এবং কমিটি বা সাব-কমিটি সে কাজই করবে যা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। ১৯৯৩ সনের (সংশোধনী) আইনে নিম্নোক্ত ৭ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে ঃ

ক) অর্থ ও সংস্থাপন

খ) শিক্ষা

গ) স্বাস্থ, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রন এবং পয়ঃপ্রনালী

ঘ) নিরীক্ষা ও হিসাব

ঙ) কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজ

চ) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার

ছ) কুটির শিল্প ও সমবায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করতে পারবে।

- স্ট্যান্ডিং কমিটি এর সদস্যদের একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবেন।

- ইউনিয়ন পরিষদ এর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে সংযোজিত সদস্য হিসেবে নিতে পারবে। কিন্তু এ ধরনের সংযোজিত সদস্যেদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ভোটাধিকার থাকবে না। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের আগের সাতটি স্ট্যান্ডিং কমিটির অতিরিক্ত আরো পাঁচটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১]

(৪) অধ্যাদেশ/ সংশোধনী আইনের ৪৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং ইউনিয়ন তহবিল নামে পরিচিত হবে। ইউনিয়ন তহবিলে নিম্নোক্ত অর্থ জমা রাখা হবে -

ক) অত্র অধ্যাদেশ কার্যকর হবার তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের অবশিষ্ট অর্থ।

খ) অত্র অধ্যাদেশের অধীনে সকল কর ফি ও আদায়কৃত অন্যান্য অর্থ।

গ) ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত অথবা এর দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির সকল ভাড়া ও মুনাফা।

ঘ) অত্র অধ্যাদেশে অথবা সমকালে প্রচলিত দেশের অন্য যে কোন আইনে সম্পাদিত কাজের ফলে প্রাপ্ত অর্থ।

ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন স্থানীয় কতৃপক্ষের নিকট হতে চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ।

চ) ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত সকল ট্রাষ্ট হতে প্রাপ্ত অর্থ।

ছ) সরকার ও অন্যান্য কতৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সকল অনুদান।

জ) সরকার কতৃক ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারে ন্যস্ত অন্যান্য সূত্র হতে উপার্জিত অর্থ।

(৫) অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ৪৪ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনিয়ন তহবিলের সকল টাকা কড়ি কোন সরকারী ট্রেজারিতে অথবা সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন করে এরূপ ব্যাংকে অথবা সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় জমা রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিত পন্থায় ইউনিয়ন তহবিল হতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অথবা সরকারী নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি পৃথক তহবিল গঠন করতে এবং নির্ধারিত পন্থায় তা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(৬) অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ৪৫ নং ধারা অনুসারে ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পন্থায় ব্যয় করা যাবে ঃ

প্রথমত ঃ ইউনিয়ন পরিষদের অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পরিশোধ।
দ্বিতীয়ত ঃ অত্র অধ্যাদেশের অধীনে ইউনিয়ন তহবিলের উপর ধার্যকৃত ব্যয় নির্বাহ।

তৃতীয়ত ঃ অত্র অধ্যাদেশের অধীনে সমকালে প্রচলিত দেশের আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের উপর আরোপিত অন্য কোন দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যয় নির্বাহ।

চতুর্থত ঃ বিলুপ্ত উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদের পূর্বেকার মঞ্জুরীকৃত ব্যয়, যা ইউনিয়ন তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় বলে গণ্য হবে।

পঞ্চমত ঃ সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের উপর আরোপিত ব্যয় নির্বাহ।

(৭) অধ্যাদেশ / সংশোধিত আইনের ৪৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বছর আরম্ভের পূর্বে নিধারিত পন্থায় উক্ত বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের বিবরন প্রণয়ন করবে যা অতঃপর বাজেট নামে অভিহিত হবে এবং অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাবে।

(৮) অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ৪৮ নং ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় ও পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষন করার বিধান রয়েছে।

(৯) অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ৪৯ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় নির্দিষ্ট বিরতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ৫১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সে অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

(২) জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত এ ধরনের পরিকল্পনাসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিবরন থকবে।

(ক) পরিকল্পনার অর্থের যোগান, বাস্তবায়ন ও তদারক কিভাবে করা হবে।
(খ) কোন্ সংস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবে।
(গ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

(৩) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে এর যে কোন নির্ধারিত ক্ষেত্রের আয় সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে নির্দিষ্ট করে রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

(১১) অধ্যাদেশ/সংশোধনী আইনের ৫৭ নং ধারায় কর ইত্যাদি সংগ্রহ ও আদায় সম্পর্কে বিধান রাখা হয়েছে। সকল কর, রেট ও ফি নির্ধারিত ব্যক্তির দারা নির্ধারিত উপায়ে সংগ্রহ করা হবে।

১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের দ্বিতীয় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদকে নিম্নে উল্লেখিত ৫ টি বিষয়ের উপর কর, রেট ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয় ঃ

(ক) গরবাড়ী ও তদসংলগ্ন জমির উপর কর।
(খ) গ্রাম পুলিশ ও রেট।
(গ) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি।

(ঘ) জনকল্যাণ সহায়ক কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তিদের উপর কর। তবে যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উক্ত জনহিতকর কাজে অংশগ্রহন করেন বা তিনি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এ রকম কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন তাহলে পরিষদ তাকে উক্ত কর হতে অব্যাহতি দিতে পারেন
(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জণস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালের সংশোধনী আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে নিম্নোক্ত ৬ টি বিষয়ের উপর কর রেট, ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয় ঃ

ক) ঘরবাড়ী এর বার্ষিক মূল্য এর উপর কর অথবা ইউনিয়নে রেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় যোগ্য।

খ) পেশা, ব্যবসা এবং কলিং এর উপর কর।

গ) সিনেমা, নাটক ও থিয়েটার প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আপ্যায়ন এবং এ ধরনের প্রমোদ কর।

ঘ) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স এবং পারমিটের জন্য ফি।

ঙ) ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার এবং ফেরী হতে ফি(লীজ মানি)।

চ) সম্পূর্ন রূপে ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলমহাল হতে ফি (লীজ মানি)।

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা

অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনের ধারা সমূহ এবং তফসিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের জন্য কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্যাবলী পরিষদের নামে পরিচালিত হয় এবং চেয়ারম্যান পরিষদের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিষদের সকল কার্যাবলী সাধারন ও বিশেষ সভায় এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, পরিষদের সভা মূলতঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন কমিটিতে পরিষদের সদস্যগণ ও বাহির থেকে সংযোজিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই দেখা যায় যে, অধ্যাদেশ / সংশোধনী আইনে ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্যকে নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন / কার্য সম্পাদন বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের সকল পুরুষ ও মহিলা সদস্য পরিষদের যাবতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সহ বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মকান্ডে মহিলা সদস্যগণ অংশগ্রহন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্মকান্ড/কমিটিতে তাঁরা সক্রিয় ভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেন ঃ

- ❖ নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উদ্বুদ্ধকরণে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেন।
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউনিয়নের মহিলাগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এলাকার পরিবার পরিকল্পনা কার্যে নিয়োজিত মাঠকর্মীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদকে রিপোর্ট করতে পারেন।
- ❖ মায়েদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ৬ টি মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে স্ব স্ব এলাকার মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ করতে পারেন।
- ❖ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড যেমন ঃ কুটির শিল্প, হঁস-মুরগী পালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কার্যক্রম, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী যথা ঃ আর, এম, পি; পি, এম, আর; ভি, জি ডি ইত্যাদি বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারেন এসব কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষন কার্যক্রমের আয়োজন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
- ❖ স্বাস্থ, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও পয়ঃপ্রনালী, কুটির শিল্প ও সমবায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান / আহবায়কগণ অন্যান্য পদে সম্পৃক্ত করা যায়।
- ❖ দারিদ্র বিমোচন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প কমিটি / কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- ❖ আদম শুমারী, মহিলা বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণে অংশগ্রহন করতে পারেন।
- ❖ গ্রাম আদালতে বিচার কার্যে নিয়োজিত করা যেতে পারে।
- ❖ বিভিন্ন এন, জি, ও কর্তৃক মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ বি, আর, ডি, বি, গ্রামীন ব্যাংক, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক গৃহীতব্য মহিলা উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ঋণ প্রদান ও আদায়ে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- ❖ পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য বাড়ীর আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যায় গ্রামীন মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

*** * উৎস ঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং প্রথম দ্বিতীয় সংশোধনী যথাক্রমে ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ হতে সংগৃহীত।**

[১] জরিনা রহমান খান স্থানীয় সরকার ও সু-শাসন সমাজ নিরীক্ষন ৭৫ সনিকে পৃঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহনের স্বরূপ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে যে সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয় তাতে নারী মুক্তি আন্দোলন ও প্রাতিষ্ঠানিককতা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।রাজনৈতিক স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে নারীরাও পুরুষের ন্যায় মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক পরিসরে নারীদের সমঅধিকারের স্বীকৃতি সাপেক্ষে আইন সভায় ৩০০ সাধারন আসনের পাশাপাশি নারীদের ১৫টি আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। এবং উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৭৬ সালে প্রথম বারের মত সরকারীভাবে মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়। তা সত্ত্বেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রিয় সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নারীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমানগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত না হলেও অতীতের তুলনায় উদারনৈতিক নারীবাদী দর্শনের বিবেচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।[১] বাংলাদেশের সংবিধান নারী পুরুষের সমঅধিকার ও সমতা ঘোষনা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথমতঃ সংবিধানে বর্ণিত অধিকার নারী পুরুষের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানে উপলব্ধি করে যে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে নারীর অবস্থান অসম। তৃতীয়তঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে অবস্থানগত ব্যাপার অসমতা রয়েছে, তা দুরীকরনের উদ্দেশ্য সংবিধান রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশনা দিয়েছে। নিম্নে সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশাবলী আলোচনা করা হলো।

ধারা ১০ ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ধারা ২৭ ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা ২৮(২) ঃ রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

ধারা ২৮(৪) ঃ নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ণ হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করবে না।

ধারা ২৯(১) ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ২৯(২) ঃ কেবল ধর্ম, গোষ্টি, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন।

ধারা ২৯(৩) ঃ এই অনুচ্ছেদের (গ) ধারা নারীর পক্ষে যায় না।

ধারা ৩২ ঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে ?

রাষ্ট্র ও সরকার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পক্ষে ইতিবাচক ও সমান পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশ দেয়।[২]

কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্নতর। নারী পুরুষ সমান অধিকার নিজেকে বিকশিত করার সমান সুযোগ হতে বঞ্চিত। সমাজে অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেনী গ্রহণের পেশা ও বয়সের মানুষ বিভিন্ন ভাবে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। একজন অধিকার বঞ্চিত মানুষের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী সমাজ অনেক বেশী ও ব্যাপক ভাবে ক্রমাগত বঞ্চিত-নিগৃহীত হয়ে আসছে। সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যমে, নারীর শ্রম ইত্যাদির উপর পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হওয়ায় সমাজ জীবনের সর্বস্তরে এমন একটি কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নারী, পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ ক্ষমতা কাঠামোর ফলে আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান প্রান্তিক।[৩] বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এদেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকার ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। অধ্যাপক রওনক জাহান নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর " Purdah and Participation : Women in Politics of Bangladesh" গ্রন্থে[৪] দেখিয়েছেন যে, নির্বাচনী প্রচারণা, রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে অন্তর্ভুক্তি এবং গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন সীমিত হবার কারন হিসাবে পর্দা সমাজকে উল্লেখ করেছেন। রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থান এভাবে বিশ্বজনীন রূপ নিয়েছে-

" The limitations in this regard are more or less universal in all societies developed or otherwise, bourgeois democratic or socialist and the emerging newly independent post colonial societies in the Asia and the African countries"

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক ভাবে রাজনীতিতে নারীরা সংখ্যা লঘু। গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় নারী রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে মাত্র কয়েক দশক পূর্বে। রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহনের মূল কারনগুলিকে চিহ্নিত করার বিভিন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। MC Cormack নারীর রাজনীতিতে সীমিত অংশগ্রহণের পেছনে ৩ টি কারণকে উপস্থাপন করেছেন ঃ

I) Different Socialization.
II) Less Education
III) Low self esteem resulting for traditionalism, prejudice and erratic behavior.[5]

সৈয়দা রওশন কাদির, তার "Women in politic and local Bodies in Banladesh" নিবন্ধে রাজনীতিতে নারীর অনুৎসাহের পেছনে আরও কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন যথাঃ

i) Socio economic factors
ii) Socio cultural factors and
iii) Political factors.

নারীকে বেশির ভাগ সমাজ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যবাহীরূপে দেখতেই অভ্যস্ত যা তাকে রাজনীতি থেকে দুরে রাখতে বাধ্য করে।

Marianne Githans এ ধারণার প্রতি সমর্থন দিয়ে বলেন-

Much discussion of women limited participation in the traditional political elite has also focused on situational factors, particular the strainy and conflict resulting from the multiple roles of mother, wife and politician.[6]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের গ্রামীন রাজনীতি বিশ্লেষনে নারীর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো ঃ (ক) সম্পত্তি (খ) জনবল (গ) সম্পদের তৈরী করন (ঘ) যুক্ততা (ঙ) বাগ্মিতা (চ) নারী।

Dhaka University Institutional Repository

এসব উপাদানের সমন্বয়ে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো তৈরী হয়। এই গ্রামীন কাঠামোর রাজনীতিতে ব্যক্তি হিসাবে পুরুষ এবং সম্পত্তিবানেরা প্রবল। এজন্য ব্যক্তি হিসাবে একজন নারী এবং শ্রেনী হিসাবে শ্রেনীর কাঠামোতে নারী অধঃস্তন। শুধু তাই নয় নারীরা কোন কোন সময় নিজেরাই রাজনীতির বিষয়।[৭] শিক্ষার অনগ্রসরতা, সম্পদের অভাব, রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি ভঙ্গি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। বিশেষ শিক্ষা বৈষম্য ও অনগ্রসরতা নারীর নিজেদের বিকাশের পক্ষে অনুপুযুক্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় হার বিচার করলে দেখা যায় নারীর হার নীচের দিকে।

সারনী-১[৮]

নিরক্ষরতা (১৯৯০ - এর হিসাব অনুযায়ী)

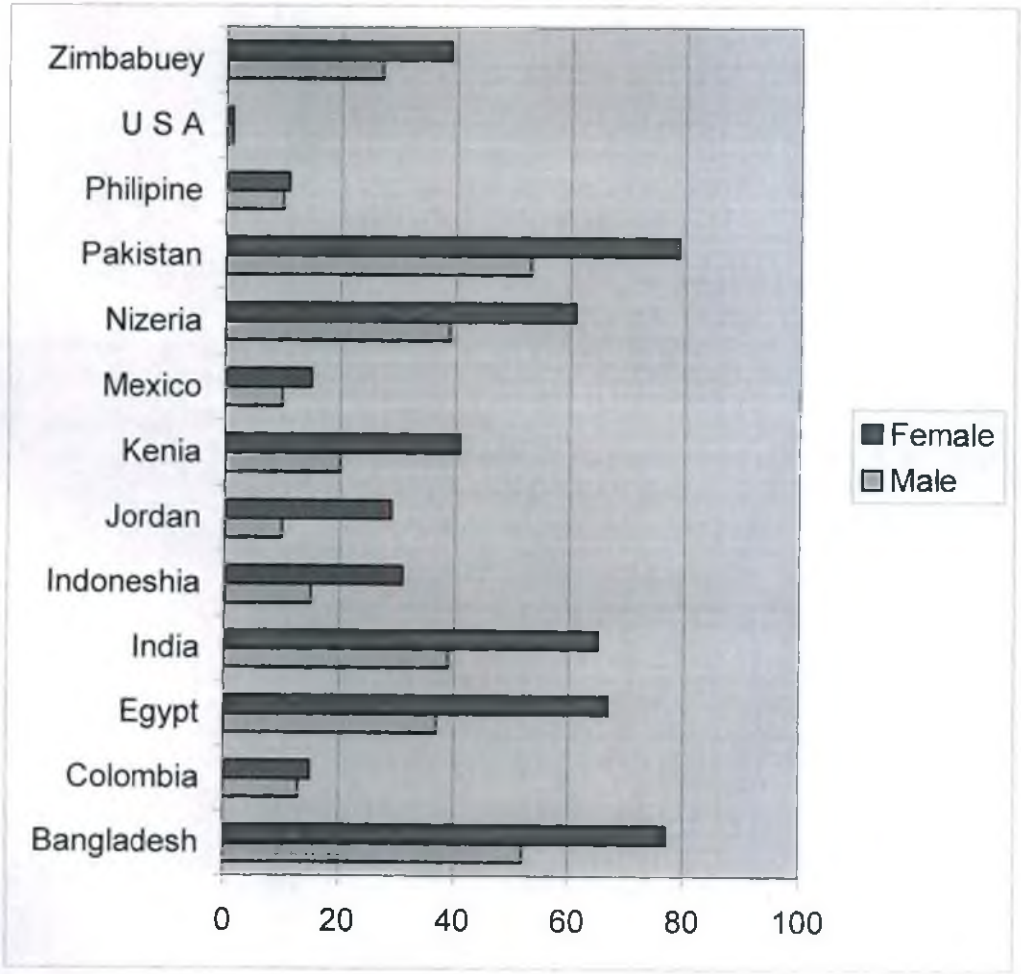

অশিক্ষিত নারীর পক্ষে সমাজে বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতিকূলে দাড়িয়ে রাজনীতি করা এবং রাজনীতির ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতা নারীর রাজনীতি চর্চার পথে মারাত্মক বাধা। যেকোন নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অংশ অস্বীকৃত এবং অবমূল্যায়িত হয়। মহিলারা গৃহ কাজের বাইরে পুরুষের তুলনায় দ্বিগুন কাজ করলেও আয় করে পুরুষের এক দশমাংশ।

সারনী-২[৯]

কাজ

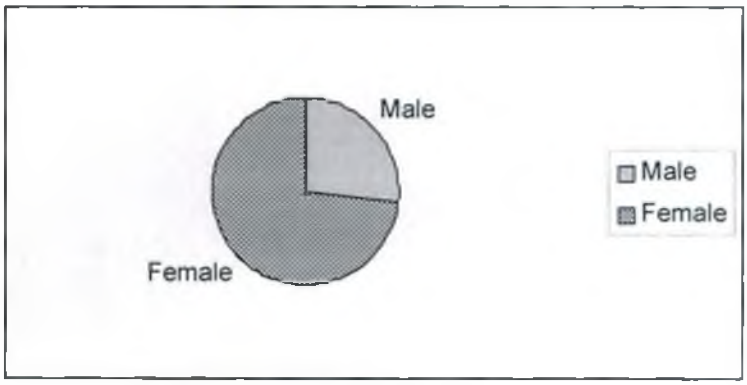

আয়

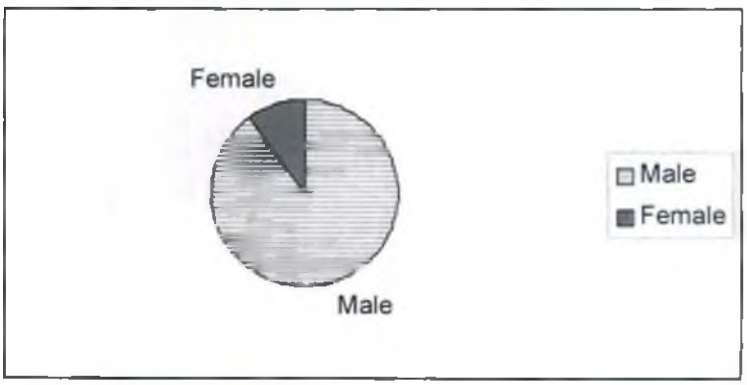

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারনে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অশিক্ষিত ও অনিয়মিত হয়ে যায়। এছাড়া নির্বাচনে বেশীর ভাগ অর্থ আসে সমর্থকদের চাঁদা, দলীয় ফান্ড থেকে। এসব ক্ষেত্রে নারীর যোগাযোগ ও প্রভাব সীমিত বিধায় এক্ষেত্রেও তারা সুবিধা করতে পারে না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাম্প্রতিককালে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা, এমন কি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যে

Dhaka University Institutional Repository

গণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন সকলেই হলেন নারী। বর্তমানে জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও নারী নেতৃত্ব বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার পদ্ধতি প্রবর্তন হওয়ায় মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটদান করতে সমর্থ হন।[১০]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্থানীয় পর্যায়ে দুধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। একটি নগর এলাকায় অন্যটি গ্রামীন এলাকায়। বাংলাদেশের গ্রামীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭, ১৯৭২ এ ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২,১৯৭৩ এ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[১১] ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক (নির্ধারক কতৃপক্ষ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মহিলাদের মধ্য হইতে দুজনকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করতেন।[১২]

১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সমূহে যথাক্রমে রংপুরে মাত্র ১ জন, ৪ জন, ও ৪ জন নারী চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের মনোনীত সদস্য হিসাবে রাখার কারণের মধ্যে বলা হয়েছে যে,[১৩]

প্রথমত ঃ বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মহিলা অশিক্ষিত;

দ্বিতীয়ত ঃ তারা রক্ষণশীল এবং শিক্ষিত মহিলাগণও স্থানীয় কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চায়না;

তৃতীয়ত ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী এই বৃহৎ জনগোষ্টিকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রেখে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়;

চতুর্থতঃ মহিলাগণ নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নয়নে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুকও নন এবং তারা নির্বাচনে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থও নন।

পরবর্তিতে ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের অধীনে পুর্ববর্তি ২ জন মনোনীত মহিলা সদস্যদের পরিবর্তে ৩ জন মহিলাকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই তিনজন মনোনীত মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন।[১৪] ১৯৯৩ সালের প্রথম সংশোধনীতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী)

আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচিত হবেন।[১৫] ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার করে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে একটি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে। এতে বলা হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হবে। ওয়ার্ড ভিত্তিক একজন পুরুষ সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হবে; সমস্ত ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান ও প্রতি তিন ওয়ার্ড থেকে মহিলা প্রতিনিধিকে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া অবশিষ্ট আসন থেকেও মহিলারা সদস্র বা চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ক্ষেত্রে কোন আইনগত বিধি নিষেধ নেই।[১৬] স্থানীয় পর্যায়ে নারী ক্ষমতায়নে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ১৯৯৭ সালে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগণের ভুমিকা নির্ণয় করার জন্য নরসিংদী জেলার পলাশ থানার ও রায়পুরা থানার তিনটি ইউনিয়ন পরিষদে জরীপ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করি। আমার সমীক্ষার ফলাফল ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যগণের অংশগ্রহনের স্বরুপ সম্পর্কে, নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এই সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে সারনী আকারে উপস্থাপন করা হল।

মহিলা সদস্যগণের প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ঃ

১। সারনী - ১ ঃ মহিলা সদস্যগণের বয়স

বয়স (বছর)	সংখ্যা	শতকরা (%)
২৬-৩০	৩	৩৩.৩৩
৩১-৩৪	৫	৫৫.৫৬
৩৬-৪০	১	১১.১১
মোট	৯	১০০.০০

সমীক্ষাধীন সদস্যাদের মধ্যে বেশিরভাগ সদস্য ৩৫ বছরের মধ্যে। ২৬-৩০ বছর বয়সের সদস্য ৩ জন , যার শতকরা হার ৩৩.৩৩ । ৩১-৩৫ বছর বয়সের সদস্য ৫ জন, যার শতকরা হার ৫৫.৫৬ ৩৬-৪০ বছর বয়সের সদস্য ১ জন যার শতকরা হার ১১.১১।

২। সারনী - ২ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫ম - ১০ম শ্রেনী	২	২২.২২
এস,এস,সি	৫	৫৫.৫৬
এইচ,এস,সি	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে কোন সদস্যই নিরক্ষর নয়। ৫৫.৫৬% অর্থ্যাৎ ৫ জন সদস্য এস,এস,সি পাশ করেছেন। ৫ম-১০ম শ্রেনীর মধ্যে ২জন যার শতকরা হার ২২.২২। এবং এইচ,এস,সি পাশ করেছেন ২ জন যার শতকরা হার ২২.২২।

৩। সারনী - ৩ ঃ বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা (%)
বিবাহিত	৯	১০০.০০
অবিবাহিত	০	০০
মোট	৯	১০০.০০

সমীক্ষার অন্তর্ভূক্ত সকল সদস্যই বিবাহিত।

৪। সারনী - ৪ ঃ পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা(%)
গৃহিনী	৫	৫৫.৫৬
চাকুরী	২	২২.২২
হাস-মুরগী, পশুপালন	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

পেশার তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলা সদস্যের ৫ জন গৃহিনী, যার শতকরা হার ৫৫.৫৬ । চাকুরী করেন ২জন যার শতকরা হার ২২.২২। বাড়ীতে নিজের উদ্দোগে পশুপালন ও হাসমুরগী পালন করেন ২জন যার শতকরা হার ২২.২২।

Dhaka University Institutional Repository

৫। সারনী - ৫ ঃ নির্বাচিত হবার পর কি কাজ করছেন এ সম্পর্কে মতামত

কাজের ধরন	সংখ্যা	শতকরা(%)
রাস্তাঘাট মেরামত	৪	৪৪.৪৪
নারী ও শিশু সংক্রান্ত	৭	৭৭.৭৮
R.M.P ও V.G.F কার্ড বিতরন	৬	৬৬.৬৭

মহিলা সদস্যগণ পরিষদে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে ৪ জন যার শতকরা হার ৪৪.৪৪ । নারী ও শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করেছে ৭ জন যার শতকরা হার ৭৭.৭৮ । R.M.P ও V.G.F কার্ড বিতরণ কাজে যুক্ত ছিলেন ৬ জন সদস্য যার শতকরা হার ৬৬.৬৭।

৬। সারনী - ৬ ঃ পরিষদের সভাতে অংশগ্রহন সম্পর্কে মতামত

অংশগ্রহণের স্বরূপ	সংখ্যা	শতকরা(%)
হাঁ (সব সময়)	৬	৬৬.৬৬
মাঝে মাঝে	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

ইউনিয়ন পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত থেকে দেখাযায় ৬ জন সবসময় অংশগ্রহন করে থাকে যার শতকরা হার ৬৬.৬৬। ৩ জন সদস্য মাঝে মাঝে অংশ গ্রহন করে থাকে যার শতকরা হার ৩৩.৩৩।

৭। সারনী - ৭ ঃ ইউপি পরিকল্পনায় তৈরীর আলোচনায় অংশ গ্রহন সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা(%)
হাঁ	২	২২.২২
না	৭	৭৭.৭৮
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৭ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি যার শতকরা হার ৭৭.৭৮। ২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছে যার শতকরা হার ২২.২২।

Dhaka University Institutional Repository

৮। সারনী - ৮ ঃ কোন্ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হয়েছে এ সম্পর্কে মতামত

স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম	সংখ্যা	শতকরা(%)
অর্থ ও সংস্থাপন সংক্রান্ত	১	১১.১১
স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহমারী নিয়ন্ত্রন এবং পয় প্রনালী সংক্রান্ত	৫	৫৫.৫৬
কৃষি ও উন্নয়ন মূলক কাজ	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে বেশীর ভাগ সদস্যই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃ প্রনালী সংক্রান্ত কমিটিতে যুক্ত। এর মধ্যে ৫ জন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রনালী সংক্রান্ত কমিটিতে যুক্ত। অর্থ ও সংস্থাপন কমিটিতে ১ জন, যার শতকরা হার ১১.১১। কৃষি ও উন্নয়ন মূলক কমিটিতে ৩ জন যার শতকরা হার ৩৩.৩৩।

৯। সারনী - ৯ ঃ ২৫.০০০ টাকা মূল্যমানের প্রকল্পে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৪	৪৪.৪৪
না	৫	৫৫.৫৬
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেনি এমন সংখ্যা ৫ জন, যার শতকরা প্রায় ৫৫.৫৬। অংশগ্রহণ করেছে ৪ জন মহিলা সদস্য যার শতকরা হার ৪৪.৪৪।

১০। সারনী - ১০ ঃ নলকুপ স্থাপন নির্বাচন কমিটির সদস্য নিযুক্তির মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৪	৪৪.৪৪
না	৫	৫৫.৫৬
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৪ জন অর্থাৎ ৪৪.৪৪ সদস্য কমিটি সদস্য হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ৫ জন অর্থাৎ ৫৫.৫৬% সদস্য কমিটি যুক্ত ছিলেন না।

১১। সারনী - ১১ ঃ ভি জি এফ কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য নিযুক্তি সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৮	৮৮.৮৯
না	১	১১.১১
মোট	৯	১০০.০০

এ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সদস্য ৮ জন অথ্যাৎ ৮৮.৮৯% সদস্য কার্ড বিতরনে যুক্ত ছিলেন। ১ জন অর্থ্যাৎ ১১.১১% কমিটি সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন না।

১২। সারনী - ১২ ঃ বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সহসভাপতি হিসাবে যুক্ততা সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৫	৫৫.৫৬
না	৪	৪৪.৪৪
মোট	৯	১০০.০০

এ কমিটিতে ৫ জন সদস্য সহ-সভাপতি হিসাবে যুক্ত রয়েছেন যার শতকরা হার ৫৫.৫৬। এ পদে যুক্ত ছিলেন না ৪৪.৪৪%

১৩। সারনী - ১৩ ঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি পদে আছেন কিনা এর মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৬	৬৬.৬৭
না	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৬ জন সদস্য কমিটির সদস্য হিসাবে যুক্ত রয়েছেন যার শতকরা হার ৬৬.৬৭% এবং ৩ জন সদস্য কমিটির সদস্য হিসাবে যুক্ত নন যার শতকরা হার ৩৩.৩৩%।

১৪। সারনী - ১৪ ঃ আর, এম, পি প্রজেক্টে সভাপতি নিযুক্ত ছিলেন কি না এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৪	৪৪.৪৪
না	৫	৫৫.৫৬
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৪ জন সদস্য প্রজেক্টে সভাপতি হিসাবে যুক্ত রয়েছেন যার শতকরা ৪৪.৪৪% এবং ৫ জন সদস্য প্রজেক্টের সভাপতি হিসাবে যুক্ত নন। যার শতকরা হার ৫৫.৫৬%।

১৫। সারনী - ১৫ ঃ বন্যা, ত্রাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মূলক কাজে অংশগ্রহন সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৫	৫৫.৫৬
না	৪	৪৪.৪৪
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন অর্থাৎ ৫৫.৫৬% সদস্য এ কার্যে অংশগ্রহন করেছেন। আর ৪ জন সদস্য অর্থাৎ ৪৪.৪৪ এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

১৬। সারনী - ১৬ ঃ নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি পরামর্শ দান সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৭	৭৭.৭৮
না	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

৭ জন অথ্যাৎ ৭৭.৭৮% মহিলা সদস্য এ সংক্রান্ত পরামর্শ দান করেছেন। ২ জন অথ্যাৎ ২২.২২% মহিলা সদস্য এ ব্যাপারে কোন উদ্বুদ্ধ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সারনী - ১৭ ঃ পরিবেশ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
বৃক্ষ রোপন	৭	৭৭.৭৮
পুকুর পরিস্কার	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৭ জন অর্থ্যাৎ ৭৭.৭৮% সদস্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী এবং পুকুর পরিস্কার কর্মসূচীর সাথে ২ জন অর্থ্যাৎ ২২.২২% সদস্য যুক্ত রয়েছেন।

১৮। সারনী - ১৮ ঃ গ্রাম আদালত ও সালিশে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৭	৭৭.৭৮
না	২	২২.২২
মোট	৯	১০০.০০

এ প্রশ্নের জবাবে ৭ জন অর্থাৎ ৭৭.৭৮% সদস্য এতে অংশ গ্রহন করেন। ২ জন অর্থাৎ ২২.২২% সদস্য এতে অংশগ্রহন করেন না।

১৯। সারনী - ১৯ ঃ গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মতামতের মূল্য দেয়া হয়েছিল কি না সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁ	৪	৪৪.৪৪
না	৫	৫৫.৫৬
মোট	৯	১০০.০০

বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যের মতামতের মূল্যায়ন করা হয়নি তাদের হার ৫৫.৫৬ যার সংখ্যা ৫ জন। ৪ জন অর্থ্যাৎ ৪৪.৪৪% মহিলা সদস্যের মতামতের মূল্য দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০। সারনী - ২০ ঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্পর্কে মতামতে বলা হয়।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
সহযোগিতা মূলক	৩	৩৩.৩৩
অসহযোগিতামূলক	৬	৬৬.৬৭
মোট	৯	১০০.০০

মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৬ জন অর্থ্যাৎ ৬৬.৬৭% চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সহযোগিতা করেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন আর ৩ জন অর্থ্যাৎ ৩৩.৩৩% মহিলা সদস্য সহযোগিতা করেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন মহিলা সদস্য, প্রাক্তন পুরুষ সদস্য এবং বর্তমান নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মতামত নেয়া হয়। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিম্নরূপ ঃ-

স্থানীয় প্রভাবশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুরুষ মেম্বার ও প্রাক্তন মেম্বার এবং চেয়ারম্যানের বক্তব্য ঃ

- ❖ মহিলা সদস্য গণ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে এখন ভালভাবে অবগত হতে পারছেনা।
- ❖ তাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হলে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সহযোগিতা করে থাকে।
- ❖ নিজে নিজে তাদের কার্যক্রম/দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যেমন, শ্রমিক যোগাড় করা, যেকোন Project এর কাজ পরিচালনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী যোগাড় করার ক্ষেত্রে সদস্যা সম্মুখীন হচ্ছে।
- ❖ বিচার সলিশ গুলোতে উপস্থিত থাকলেও আইন সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবে তেমন একটা মতামত দিতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমে তারা ভাল করছে। তবে রিলিফ, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি ছোট ছোট প্রকল্পে তারা সফলতা অর্জন করছে। বড় প্রকল্পে ঝামেলা হবে বলেই তারা নিজেরাই অংশগ্রহণ করতে চান না।
- অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ মেম্বার ও চেয়ারম্যানরাও কোনঠাসা করে রাখে। যে সমস্ত মহিলা সক্রিয় (Active) পরিষদে কথা বলতে পারে কেবল তারাই কিছু কিছু কাজ করতে পারছে।
- তবে যে সব প্রজেক্টে মহিলা সদস্য দায়িত্ব নিয়েছে সেগুলোতে পুরুষ মেম্বারদের তুলনায় ভাল কাজ হয়েছে।
- জণগণের কাছ থেকেই সহযোগিতা পায় না। কারণ জনগণ মনে করে মহিলা তেমন দক্ষ ও যোগ্য নয়। সামাজিকভাবেও তারা কিছুটা বৈষম্যের শিকার।
- Standing কমিটি, বিভিন্ন প্রজেক্ট কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য হিসাবে নিযুক্ত থাকবে।
- মহিলাদেরকে আমলারা সহযোগিতা করে না।
- মনোনীত অবস্থায় চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বারই মহিলাদের কাজ দিত না। কেবল যে সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের স্বাক্ষর প্রয়োজন তখন শুধুমাত্র স্বাক্ষর গ্রহণ করা হতো।
- দলীয় প্রভাব থাকার কারণে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

[1] কেরদৌস হোসেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি' নির্ঝর পাবলিকেসন্স ১৯৯৪ পৃঃ-৪৫-৪৬।

[2] নাজমা চৌধুরী "ভূমিকা" নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান- উইমেন ফর উইমেন মার্চ ১৯৯৫ পৃঃ-XII.

[3] নিলুফার পারভীন, "নারী ও রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৪ পৃঃ ১৮।

[4] Rounaq Jahan, "Purdah and Participation : Women in Politics of Bangladesh" Conference paper of women and development , wellesly college. 1976.

[5] নিলুফার পারভীন, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৪।

[6] Sayeda Roshan Qadir, Women in Politics and local Bodies in Bangladesh, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, পৃ-২০৫।

[7] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "গ্রামীন রাজনীতি ও নারীসমাজ" সমাজ নিরীক্ষণ- সংখ্যা-২০ ১৯৮৬, সানিকে, ঢাকা।

[8] এলিজাবেদ লী "নারী ও পরিবেশ ঃ প্রেক্ষিত বিশ্ব" বিশেষ বিশ্ব সংস্করন, বিচিত্রা ২৮ শে ফেব্রু, ১৯৯২।

[9] চন্দন সরকার, "নারী ও পরিবেশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" বিচিত্রা, ২৮শে পেব্রুঃ ১৯৯২২।

[10] নাজমা চৌধুরী, "ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ পৃষ্ঠা-১৬।

[11] পূবোক্ত-পৃ-ঐ।

[12] পূবোক্ত-পৃ-ঐ।

[13] Dr, Aminur Rahman, "Politics of Rural Local Self Government in Bangladesh" P-59.

[14] Bilquis Alam ara , "Women Participation in Local government in Bangladesh" The Journal of Local government vol-13 no-2 July-Dec 1984 No-401 Page-47.

[15] পূবোক্ত-পৃ-১৬-১৭।

[16] স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী আইন, ১৯৯৭ ধারা-৫ অনুচ্ছেদ-৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও ভুমিকা

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' স্রষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। পশু থেকে সে পৃথক হয়ে উঠে তার শিক্ষা ও সুপ্ত গুনাবলী বিকশিত করার মধ্য দিয়ে। বিকাশের জন্য দরকার প্রতিটি মানুষের সমান সুযোগ। সেসাথে কালো-সাদা, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-শিশু, নারী-পুরুষের নির্বিশেষে প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা- এই মৌলিক চাহিদা গুলো যা ছাড়া পৃথিবী কোন মানুষ বেচেঁ থাকতে পারেনা। নারী ও পুরুষ উভয়েই মানবিক সত্ত্বা এবং প্রকৃতি প্রদত্ত স্ব স্ব শারীরিক বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে মানুষ হিসাবে বিচরণ করছে, নইলে মানব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো একের অনুপস্থিতিতে। প্রকৃতি প্রাপ্ত ভিন্নতা ছাড়া নারী পুরুষের মৌলিক চাহিদা যেমন এক, তেমনি সুখ-দুঃখ বোধ, জগতের রূপ-রস-বর্ন-গন্ধ-অনুভব ক্ষমতা, অজানাকে জানাও দেখার আগ্রহসহ প্রতিটি বিষয়েই তারা একই রকম মানবিক বৈশিষ্ঠ্যের অধিকারী। কিন্তু যেভাবেই হোক দীর্ঘ যুগ ধরে পৃথিবীতে নারী অবহেলিত বঞ্চিত, অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে আসছে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মানব সভ্যতার চিন্তাটা শুধুমাত্র পুরুষকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু দেখা গেল এ সভ্যতা অসম্পূর্ন এবং ত্রুটিপূর্ন রয়ে গেছে নারীর অনুপস্থিতির কারনে। তাই বর্তমান সভ্যতা প্রতিটি মানুষের জন্য মানবাধিকারের ঘোষনা দিল।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধরণ পরিষদে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা গৃহীত হয়। এর ভুমিকায় বলা হয়েছে " মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যদের আত্ন মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সমঅধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির ভিত্তিমূল" মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনার ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে " মার্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান ভাবে স্বাধীন ও সমান।" ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, "জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত। জাতীয় বা সামাজিক অবস্থান, সম্পত্তি, বা অন্যান্য কার্যকারন ইত্যাদি যেকোন ধরনের বৈষম্য নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই ঘোষনায় বর্ণিত স্বাধীনতা ও অদিকার ভোগ করে।" আরো বলা হয়েছে "কোন দেশ বা ভুখন্ডে রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবেনা।" কাজেই মানবাধিকারে সার্বজনীন ঘোষণা অনুসারে অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য করা যাবেনা। যদি কোন অধিকার ভোগে নারী বাঁধান সম্মুখীন হন বুঝতে হবে, " নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য হচ্ছে।" তাই নারীর প্রতি এ বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় "নারীর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সকল বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন" (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women CEDAW)

CEDAW দলিলের মূল মর্মবানী হল সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে, সে ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন করা। ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর বাংলাদেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানেও নারী-পুরুষ তথা সকল মানুষের সমঅধিকারের ঘোষনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিমন্ডলে নারীদের অবস্থান পশ্চাদপদ। সামাজিক ভাবে নারীদের ভূমিকা নির্ধারিত হয় পরিবারে এবং গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও মানব শিশুকে সুসভ্য মানুষে সামাজিকীকরণ করার কর্মে নির্ধারিত হয়। সমাজের প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী, নারীরা প্রকৃতিগতভাবে কমযোগ্য বলেই পারিবারিক পরিসরে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে। গবেষনার এক ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন গ্রামীণ ও শতকরা ৮০ জন শহুরে পুরুষ নারীদেরকে তাদের চেয়ে কম যোগ্য বলে মনে করে এবং মাতৃত্বকেই নারীর সবচেয়ে কাংখিত ভূমিকা বলে গন্য করে।[১] অর্থনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়ায় পুরুষেরা প্রধানতঃ বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে যুক্ত আর নারীরা যুক্ত গৃহস্থালীর অর্থনীতিতে, ফলে পুরুষের শ্রম মুজুরীর রূপ ধারণ করেছে; আর নারীদের শ্রমের মুজুরীর রূপ ধারণ করছে; আর নারীদের শ্রমের মুজুরীহীন থেকে গেছে। এই প্রক্রিয়াটি আবশ্যিক ভাবেই নারীদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখে, যদিও তাদের বিনিয়োজিত কর্ম-সময় ও পূরুষদের বিনিয়োজিত কর্ম সময়ের কাছাকাছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক।[২]

আমি ইউনিয়ন পরিশদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থা এবং এ প্রেক্ষপটে তারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে এসম্পর্কে প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। তাছাড়া স্থানীয় মহিলা রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জণগনের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ তা প্রেক্ষন করার চেষ্টা করি। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্তমানে মহিলা সদস্য ও প্রাক্তন মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার সারনীবদ্ধ আকারে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

১। সারণী - ১ ঃ গ্রামের সকল শিশুরা স্কুলে যায় কিনা এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
হাঁ	৯	১০০%
না	০	৮০
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় মহিলা সদস্যই হাঁ বোধক উত্তর দিয়েছেন যার শতকরা ১০০%

২। সারণী - ২ ঃ পরিবারের আয়ের উৎস সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
চাকুরী	২	২২.২২
ব্যবসা	২	২২.২২
কৃষি	৫	৫৫.৫৬
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় মহিলা সদস্যই হাঁ বোধক উত্তর দিয়েছেন যার শতরা ১০০%

৩। সারণী - ৩ ঃ মহিলা সদস্যদের নিজস্ব কোন আয়ের উৎস আছেকিনা এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
চাকুরী	২	২২.২২
গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী পালন	৫	৫৫.৫৬
কোন কাজের সাথেযুক্ত নয়	২	২২.২২
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে দুই জন মহিলা সদস্য চাকুরী করেন যার শতকরা হার ২২.২২। গরুছাগল হাঁসমুরগী পালন করে আয় করেন ৫ জন মহিলা সদস্য যাদের শতকরা হার ৫৫.৫৬% এবং ২ জন মহিলা সদস্য কোন কাজের সাথে যুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করে যার শতকরা যা ২২.২২।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সারণী - ৪ ঃ সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের সাথে যুক্ত কিনা এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
হাঁ	৭	৭৭.৭৮%
না	২	২২.২২%
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৭জন মহিলা সদস্য সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন যার শতকরা হার ৭৭.৭৮%। ২ জন মহিলা সামাজিক কর্মে যুক্ত ছিলেন না তারা পূর্ব পরিচিত যার শতকরা হার ২২.২২ %।

৫। সারণী - ৫ ঃ নির্বাচনের পূর্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহন করতো কিনা এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
হাঁ	৭	৭৭.৭৮%
না	২	২২.২২%
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৭জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের পূর্বে রাজনীতি করতেন যার শতকরা হার ৭৭.৭৮%। ২ জন মহিলা সদস্য রাজনীতি করতেন না যার শতকরা হার ২২.২২%।

৬। সারণী - ৬ ঃ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কার উৎসাহ বেশী ছিল এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
স্বামী, শ্বশুর বাড়ী	৬	৬৬.৬৭%
এলাকাবাসী	৩	৩৩.৩৩%
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৬জন মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর উৎসাহ ছিল যাদের শতকরা হার ৬৬.৬৭। ৩ জন মহিলা এলাকাবাসীর উৎসাহ বেশী ছিল বলে মহ প্রকাশ করেন যার শতকরা হার ৩৩.৩৩%।

Dhaka University Institutional Repository

৭। সারণী - ৭ ঃ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কারন সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
পূর্ব পরিচিত	৫	৫৫.৫৬ %
পারিবারিক পরিচিতি	৪	৪৪.৪৪%
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য বিভিন্ন কর্ম কান্ডে যুক্ত থাকার কারনে পূর্ব পরিচিত ছিল যার শতকরা হার৫৫.৫৬% এবং ৪জন মহিলা সদস্য পারিবারিক পরিচিতি নির্বচনে জয়ী হবার কারণ বলে জানন যার শতকরা হার ৪৪.৪৪% ।

৮। সারণী - ৮ ঃ এলাকার মহিলাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বাঁধা সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	%
সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ	৬	৬৬.৬৭
নিজেরাই অনুৎসাহিত বোধ করে।	৩	৩৩.৩৩
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৬জন মহিলা সদস্যরাজনীতিতে মহিলাদের না আসার কারণ হিসাবে ধর্মীয় মহিলাদের না আসার কারণ হিসাবে ধর্মীয় কারন বলে উল্লেখ করেন যার শতকরা হার ৬৬.৬৭। ৩ জন মহিলাসদস্য নিজেরাই অনুৎসাহিত বোধ করে বলে মত প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত অবস্থান ও এ প্রেক্ষাপটে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, পেশাজীবী, শিক্ষক ও ব্যবসায়ী, স্থানীয় নেতাবৃন্দের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ইউনিয়ন পরিসদের মহিলা সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিম্নরুপ ঃ-

- ৩০% মহিলা সদস্য সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত।
- বেশিরভাগ মহিলা স্বামী এবং পরিবারের রাজনৈতিক দলের সমর্থন অনুযায়ী সমর্থন দিয়ে থাকে।
- ১০% মহিলা সদস্য নিজের মতামতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সমর্থন করে থাকে।

স্থানীয় মহিলাদের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে নিম্নলিখিত কারনগুলোকে উল্লেখ করেন।

- পিতার পরিবারের পুরুষরা এবং শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যরা অনীহা প্রকাশ করে।
- অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা রাজনীতির পক্ষে মত প্রকাশ করলেও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা সৃস্টি হবে বলে মনে করে।
- মহিলারাই দূর্বল।
- ধর্মীয় গোড়ামীর কারনে সমাজের লোকজন মহিলা রাজনীতি সমর্থন করতে চায়না।
- পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার কারনে মহিলাগণ রাজনীতিতে সময় দিতে পারেনা।
- অল্প বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাগত, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থাকার কারনে রাজনীতিতে আসা উচিৎ নয় বলে কতিপয় ব্যক্তি মত প্রকাশ করেন।
- মহিলা রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা হিসাবে জনসম্মখে যাওয়া, জনসভায় অংশগ্রহনের বিপক্ষে কতিপয় ব্যক্তি এই মতামত পোষন করেছেন।
- অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা রাজনীতিতে আসার ফলে তাদের চরিত্রগত দোষের কারনে অনেক অঘটন ঘটিয়ে থাকে ফলে মহিলাদে রাজনীতিতে আসা উচিত নয় বলে মনে করেন।
- বেশীর ভাগ ব্যক্তি বর্গই মহিলাদের রাজনীতিতে আসার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে অর্থনৈতিক অনঅগ্রসরতাকে কারন হিসাবে ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ অনেকে মহিলাদের রাজনীতির মাধ্যমে এগিয়ে যাবার চেয়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন শিক্ষা মাধ্যম, সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিভিন্ন পেশাগত দিক যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় চাকুরী ক্ষেত্রে, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যা মহিলাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থা দিতে সক্ষম সেদিকে এগিয়ে যাবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

মহিলাদের কেন রাজনীতিতে আসা উচিৎ এ প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং এলাকার সাধারন মানুষ যেসব মতামত প্রকাশ করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- ❖ পূরুষদের তুলনায় মহিলাগণ অপেক্ষাকৃত সৎ একারনে মহিলা রাজনীতিতে আসা উচিৎ।
- ❖ সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত নয় তাছাড়া সামাজিক ভাবেও অনেক সমস্যার উর্দ্ধে থাকে।
- ❖ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅংশগ্রহন প্রয়োজন।
- ❖ পক্ষপাতিত্ব করে না।
- ❖ পুরুষের তুলনায় মহিলা ধৈর্য্যশীল হয়।
- ❖ পুরুষদের মনমানসিকতা পরিবর্তনের জন্য মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন করা উচিত।
- ❖ মহিলাদের অধিকার আদায়ের জন্য মহিলাদের রাজনীতিতে আসা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

[1] Rounaq Jahan, "Women in Bangladesh" Women for Women, Dhaka University Press, 1975, 1975,pp-1-32.

[2] ফেরদৌস হোসেন, " বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষন" বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ঝর পাবলিকেশন, ১৯৯৪ পৃ ঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সদস্যগণের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সময়কালে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, চাকুরী, জনসেবা মূলক কর্মকান্ড, ব্যবসা, বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি জাতীয়, স্থানীয় সকল রাজনীতি অংশগ্রহন, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি আসনে, সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। যদিও মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন সময়কাল বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি তবুও এই অল্প সময়কালের অংশগ্রহন দেশ জাতীর উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহনের একটি বিশেষ দিক হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যপদ। নির্বাচিত সদস্য হিসাবে এ সকল মহিলাগণ দেশের ও দশের সেবায় আত্ম নিয়োজিত করতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবর্তী মনে করে। নবনির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের এ অর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকা এবং তাদের সামাজিক ও পারিবারিক ম্যল্যবোধের সাথে কোন দ্বন্দ্ব রয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে আমার গবেষনা সদর্ভের এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে আমি কিছু প্রশ্নমালা প্রনয়নের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের উপর জরিপ পদ্ধতি ব্যবাহার করি। নিম্নে উক্ত জরিপ সারনীবদ্ধ আকারে দেখানো হলো ঃ

সারণী - ১

নির্বাচিত হবার পর সামাজিক ভাবে মহিলা সদস্য কোন বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে মহিলা সদসদের মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
প্রতিদ্বন্দি প্রার্থীর হুমকি	২	২২.২২ %
সামাজিক বাধা	২	২২.২২ %
কোন বাধা নেই	৫	৫৫.৫৬ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়নি বলে জানান যার শতকারা হার ৫৫.৫৬ %। ২ জন মহিলা সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হুমকির সম্মুখিন হন যাদের শতকরা হার ২২.২২ %। সামাজিক বাঁধার সম্মুখীন হন ২ জন মহিলা সদস্য যার শতকরা হার ২২.২২ % ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২
পারিবারিক ভাবে কি ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক দায়িত্ব এবং সদস্য হিসাবে দায়িত্বের দ্বন্দ্ব	৪	৪৪.৪৪ %
কোন বাধা নেই	৫	৫৫.৫৬ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়নি বলে জানান যার শতকারা হার ৫৫.৫৬ % । পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্ব ও সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে দ্বন্দ হয় বলে মত প্রকাশ করেন ৪ জন মহিলা সদস্য যার শতকরা হার ৪৪.৪৪ % ।

সারণী - ৩
পরিবারের সদস্যগণ মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেছে কিনা এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
সহযোগিতা করে	৭	৭৭.৭৮ %
খুব বেশী সহযোগিতা করে না	২	২২.২২ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৭ জন মহিলা সদস্যকে পরিবারের সদস্যগণ তাদের কাজে সহযোগীতা করে বলে জানান যাদের শতকরা হার ৭৭.৭৮ % । ২ জন মহিলা সদস্য পরিবারের সদস্যগণ খুব বেশী সহযেগাগীতা করে না বলে জানান যার শতকরা হার ২২.২২ % ।

সারণী - ৪
নির্বাচিত হবার পর এলাকার মানুষ কিভাবে মূল্যায়ন করেছে এ প্রশ্নের জবাবে মহিলা সদসদের মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
উৎসাহ দেয়	৬	৬৬.৬৭ %
খুব বেশী ভাল চোখে দেখে না	৩	৩৩.৩৩ %
মোট	৯ জন	১০০ %

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রশ্নের জবাবে ৬ জন মহিলা সদস্য এলাকার মানুষ উৎসাহ দেয় বলে জানান যার শতকারা হার ৬৬.৬৭ % । ৩ জন সদস্য এলাকার মানুষ খুব বেশী ভাল চোখে দেখে না বলে জানান যাদের শতকরা হার ৩৩.৩৩ % ।

সারণী - ৫

এলাকার পুরুষগন মহিলা সদস্যগনের কাছে কোন ব্যাপারে শরনাপন্ন হয়েছে কিনা।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
হাঁ	৫	৫৫.৫৬ %
না	৪	৪৪.৪৪ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য হাঁ বোধক উত্তর দিয়েছেন যার শতকারা হার ৫৫.৫৬ % । ৪ জন মহিলা সদস্য না বোধক উত্তর দিয়েছেন যার শতকরা হার ৪৪.৪৪ % ।

সারণী - ৬

ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কি ধরনের অসুবিধা বোধ করে এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
কাজের চাপ বেশী	৬	৬৬.৬৭ %
তেমন সমস্যা হয় না	৩	৩৩.৩৩ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য কাজের চাপ বেশী বলে জানান যার শতকারা হার ৬৬.৬৭ % । ৩ জন মহিলা সদস্য তেমন সমস্য হয়না বলে জানান যাদের শতকরা হার ৩৩.৩৩ % ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৭

পরিবারের সদস্যগণ মহিলা সদস্যদের মর্যাদাকে কিভাবে দেখছে এ সম্পর্কে মতামত।

উত্তরের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
সম্মান দেয়	৫	৫৫.৫৬ %
লাভজনক নয় বলে ভাল চোখে দেখে না	৪	৪৪.৪৪ %
মোট	৯ জন	১০০ %

এ প্রশ্নের জবাবে ৫ জন মহিলা সদস্য পরিবারের সদস্যগণ সম্মান দেয় বলে জানান যার শতকারা হার ৫৫.৫৬ % । ৪ জন মহিলা সদস্য লাভজনক নয় বলে ভাল চোখে দেখে না বলে জানান যার শতকরা হার ৪৪.৪৪ % ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বর্তমান বিশ্ব ক্রমোন্নয়নের বিশ্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রসমূহে সকল উন্নয়নের প্রতিযোগিতার পালায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নিরন্তন প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্র গুলোকে আরও জণকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিনত করনার্থে রাষ্ট্র কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা অব্যহত গতিতে চলছে। আধুনিক রাষ্ট্রিয় প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের অপরিসীম চেষ্টা চলছে। বিকেন্দ্রীকরন হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট ভাবে আইন, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর, যা সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তব প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। তাই স্থানীয় ভাবে জনসাধারণের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করে সমাজের কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও চাহিদা মোতাবেক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

বৃটিশ সরকারের আগমনের পূর্বেও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত দ্বারা গ্রামের শান্তি শৃংঙ্খলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত হতো। বৃটিশ সরকার এর আগমনের পর ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর (Bengal Village Chowkidary Act, 1870) বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারী এ্যাক্ট, ১৮৭০ এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম গ্রামীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এই আইনের অধীনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত নিযুক্ত হয়। পরবর্তিতে ১৮৮৫ সালে, স্থানীয় পর্যায়ে অধিকা দায়িত্ব শীল সরকার, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন (Bengal Local Self government Act 1885) পাশ করা হয়। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। সে সময় কমপক্ষে ৫ থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ২ বছর মেয়াদের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হতো। পল্লী এলাকায় তখনই সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক নীতি গ্রহন করা হয়।

১৯১৯ গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন আইন (Village Self government Act 1919) এর মাধ্যমে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রাখা হয়। এখানে সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৯ জন, এবং সর্বনিম্ন ৬ জন সদস্য নিয়ে ইইনয়ন বোর্ড গঠন করা হতো। এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। যাদের বয়স ২১ বছরের বেশী, নির্দিষ্ট পরিমান সম্পত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কেবলমাত্র তারাই ভোটাধিকার ভোগ করতে পারতো। এ পর্যায়ে মহিলাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারী করা হয়। এই আদেশে প্রধানতঃ চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল ২) থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল ৩) জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল ৪) বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল এই সময়ের স্থানীয় সরকারের সর্ব নিম্ন স্তর। গড়ে ১০ হাজার জনগণ অধ্যুষিত এলাকা ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য (যার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত, এক তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত) সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হতো। এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও ইউনিয়ন কাউন্সিলে ৩৭ টি কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭ বলে মৌলিক গণতন্ত্রের সব কয়টি সংস্থা ভেঙ্গে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এই সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২ ১৯৭৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ করা হয়। একটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৩ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে সদস্য এবং সম্পূর্ন বা সমগ্র ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একজন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সহ মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যথাঃ ১) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ২) থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ ৩) জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য, ২ জন মনোনীত (পরবর্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) ২ জন কৃষক এবং ২ জন মহিলা প্রতিনীধি সমন্বয়ে মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউপি গঠিত হতো। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাসে এই আইন অনুসারে মনোনয়নের মাধ্যমে সর্ব প্রথম স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে মহিলা প্রতিনিধিত্ব চালু করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যাদেশ। এ অধ্যাদেশ মোতাবেক একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রতিটি ওয়ার্ড হতে তিনজন করে

মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য বা প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রথা পরিবর্তন করে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনেও তাদের প্রতিযোগিতার অধিকার ছিল। সমাজের রক্ষনশীল গোষ্ঠি সমাজে নারীর নেতৃত্বের অধিকারের প্রশ্ন তোলে যার ফলে প্রার্থীরা বিভিন্ন সময় অসুবিধার সম্মুখীন হন। মনোনীত মহিলা সদস্যের অধিকাংশ আসেন গ্রামীণ অভিজাত পরিবার থেকে। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক অবস্থান, বংশ এবং বিশেষতঃ এই বিষয় গুলি মুখ্যতঃ প্রাধান্য পায়।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৯৭ এর দ্বিতীয় সংশোধনী মোতবেক চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যথা ঃ জেলা পরিষদ, থানা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ। ১৯৯৭ সালে সংশোধনী আইনানুযায়ী ইউনিয়নকে ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করণ, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একটি প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচন, সমস্ত ইউনিয়ন থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ পূনর্গঠন করা হয়েছে। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়। স্থানীয় সরকার সংস্কার প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন মহিলা সদস্য সরাসরি জনগনের ভোটে নিবৃাচনের ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ১৩,০০০ মহিলা সদস্য এবং ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত আছেন।

জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল নির্মানে প্রয়োজন নারী ও পুরুষের সমান অংশীদার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সার্বিক উন্নয়নে মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে যদি তাদের সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায়। সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র ও কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভ করবে। আরো বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়নে রাষ্ট্র এমন কৌশল গ্রহন করবে যা মানুষে মানুষে বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসমতা দূর করবে। রাজনৈতিক অধিকার ভেগের ক্ষেত্রে নারী-পূরুষ সমভাবে ভোটাধিকার, প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার সমিতি বা সংস্থার সদস্য হওয়ার অধিকার রয়েছে। সংবিধানের ১২ তম সংশোধনীতে স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহন করা মূলতঃ জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম

পদক্ষেপ। কারন প্রতিনিধিগণ জনগনের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম। ইউনিয়নের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অপরিসীম।

আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নরসিংদী জেলার পলাশ থানা ও রায়পুরা থানার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। পরিচালিত সমীক্ষাটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লেষন করা হয়। এর মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে **"স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যগনের অংশগ্রহনের স্বরূপ"** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মহিলা সদস্যদের বয়সের উপর গৃহীত জরীপে বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর উপর গ্রহীত জরীপে দেখা যায় কোন সদস্যই নিরক্ষর নয়। বেশীর ভাগ এস, এস, সি, পাশের যোগ্যতা রয়েছে। বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নে দেখা যায় সকলেই বিবাহিত। পেশাগত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বেশির ভাগ মহিলা সদস্যই গৃহিনী। নির্বাচিত হবার পর মহিলা সদস্যগণ যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করছেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যই পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ, নারী ও শিশু বিষয়ক কাজ, R.M.P ও V.G.D কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন। রাস্তা-ঘাট মেরামত সংক্রান্ত কাজ খুবই কমসংখ্যক মহিলাই করতে পেরেছন। এর কারণ হিসাবে বেশীর ভাগ মহিলা সদস্য তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বাঁধা কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। তাছাড়া সাংসারিক দায় দায়িত্ব, শ্রমিক - কর্মচারী যোগার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যোগাড় মহিলা সদস্যদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য। এরপরও যেসব মহিলা সদস্য রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে যুক্ত ছিলেন- তাদের কাজে পরিবারের সদস্য অর্থাৎ স্বামী ছেলেরা কাজে সহযোগিতা করেছেন বলে তারা কাজটি করতে পেরেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অধিকাংশ মহিলা সদস্য সভায় নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকলেও আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাদের খুব কম সংখ্যকই অংশগ্রহন করতে পেরেছেন। এর কারন হিসাবে মহিলা সদস্য গণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা এবং চেয়ারম্যানের সহযোগিতার অভাবকে দায়ী করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা তৈরীতে মাত্র ২ জন সদস্য অংশ গ্রহন করেছেন। তবে মহিলা সদস্যদের নারী ও শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত গৃহীত হয় বলে জানান। অন্যান্য ব্যাপারে মহিলা সদস্যগণ মতামত প্রদান করলেও পরিষদে গ্রহন যোগ্যতা পায়নি। স্থানীয় কর্মকান্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির মধ্যে বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যই স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও

Dhaka University Institutional Repository

পয়ঃপ্রনালী সংক্রান্ত কমিটি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে অপর্যাপ্ত যোগাযোগের কারণে দায়িত্বের সমবন্টন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

২৫,০০০ টাকা মূল্যমানের প্রকল্পে মাত্র ৪ জন মহিলা সদস্য অংশগ্রহন করেছে। তাও যেসব মহিলা কর্মঠ, পরিষদে অন্যান্য সদস্যদের সাথে জোরপূর্বক কথা বলতে পেরেছে কেবল তারাই প্রকল্পগুলোর কাজ পেতে সক্ষম হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা সদস্যই বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত কাজ করতে পেরেছেন। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সম্পর্কে মতামতে বেশীর ভাগ সদস্যই অসহযোগিতা মূলক বলে উল্লেখ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে **"ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও ভূমিকা"** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিষদে বসবাসরত গ্রামের বেশীর ভাগ শিশুরা স্কুলে যায়। পরিবারের আয়ের উৎস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় বেশীর ভাগ পরিবারেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। মহিলা সদস্যদের আয়ের উৎস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যই হাস, মুরগী গরু-ছাগল পালন করে নিজেদের জন্য আয় করেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে পরিষদের বেশীর ভাগ মহিলা সদস্য যুক্ত রয়েছেন। এ কারনে তারা পরিচিত এবং পরিষদের নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

নির্বাচনের পূর্বে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহন সংক্রান্ত মাতমতে দেখা যায় বেশীর ভাগ সদস্য রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। অর্থ্যাৎ মহিলা সদস্যগণ দলীয় সভায় অংশ গ্রহন করতেন। বেশীর ভাগ মহিলা সদস্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পেছনে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহ বেশী ছিল বলে জানান। এলাকার মহিলা সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধাকে কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন তাছাড়া অনেকে নিজেদের অনুৎসাহকেও কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও ভূমিকার উপর স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গ স্থানীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সাধারন জনগণকেও কিছু প্রশ্ন করা হয়। তার উত্তরে বেশীর ভাগই যে সব মতামত ব্যক্ত করেন তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ বেশীর ভাগ মহিলা সদস্য স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য যে রাজনৈতিক দলের সমর্থন করে সেই রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন দিয়ে যায়।
- ❖ সময়ের স্বল্পতার কারনে সবসময় তারা দলীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে পারেনা।
- ❖ মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

মহিলাদের রাজনীতিতে না আসার অন্যতম কারন হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক অসয়ম্ভরতাকে দায়ী করেন। তাছাড়া পুরুষের মত বিভিন্ন দিক টাকা আদায় করতেও তারা সক্ষম নয়।

- ❖ অনেক মহিলাদের শিক্ষা সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড (নারী ও শিশু বিষয়ক) এবং বিভিন্ন পেশাগত দিক দিয়ে এগিয়ে যাবার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। কারন এ গুলো অপেক্ষা কৃত নিরাপদ অবস্থানে নারীদের রাখতে সক্ষম।

তাছাড়া মহিলাদের রাজনীতি আসার পক্ষে যেসব মতামত ব্যক্ত করেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ মহিলাগণ পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পক্ষপাতিত্ব করে।
- ❖ মহিলারা সৎ ও ধৈর্য্যশীল থাকেন।
- ❖ মহিলারা সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত নয়।
- ❖ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম-অংশগ্রহন প্রয়োজন।
- ❖ পুরুষের সনাতন মনমানসিকতা পরিবর্তনের জন্য মহিলাদের রাজনীতিতে আসা উচিত।
- ❖ মহিলাদের নিজেদের অধিকার নিজেরা আদায় করার জন্য রাজনীতিতে আসা উচিত।

ষষ্ট অধ্যায়ে **" মহিলা সদস্যদের নবঅর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব "** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর গৃহীত সমীক্ষায় দেখাযায় যে, বেশীর ভাগ মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবার পর তেমন কোন বাধা পাননি। কেউ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ মহিলা সদস্যই তাদের পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্বকে বাধা হিসাবে দেখিয়েছেন। বেশীরভাগ মহিলা সদস্য গণ তাদের কাজে পারিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন বলে জানান। নির্বাচিত হবার পর এলাকার

মানুষ মহিলা সদস্যদের নবঅর্জিত মর্যাদাকে ভাল চোখে দেখে এবং উৎসাহ দেয় বলে জানান। তবে কাজের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষ কিছুটা সংকীর্ন মনোভাব পোষণ করে বলে জানান।

ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালন ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন এই দুই দায়িত্ব পালন করায় তাদের উপর কাজের চাপ বেশী বলে জানান। পরিবারের সদস্যগণ মহিলা সদস্যদের অর্জিত মর্যাদা কিভাবে দেখে এ প্রসংগে বলেন যে, তারা সম্মান দেয় বলে জানান।তবে পুরুষের মত মহিলা সদস্যগণ তেমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকতে পারে না বলে লাভজনক নয় একারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউপি আইনের পরিমার্জন ও পরিবর্তন

আমি সরেজমিনে নরসিংদী জেলার পলাশ থানা ও রায়পুরা থানার ইউনিয়ন পরিষদের সমীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। ইউনিয়ন পরিষদের বিরাজমান অবস্থা পর্যবেক্ষন করি। এই পরিপেক্ষিতে আমার দৃষ্টিতে ইউনিয়ন পরিষদের বিরাজমান আইনের পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- ❖ বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ আমলাদের প্রভাব কমাতে হবে।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত যুক্ত ভাবে কাজ করলে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা থাকবে।
- ❖ গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য উকিল রাখতে হবে।
- ❖ যে ওয়ার্ডে এ কাজ হবে সে ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও ওয়ার্ড মেম্বার এর সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে কাজ সম্পন্ন করা উচিত।
- ❖ নোটিশ করার ফি বাড়াতে হবে।
- ❖ পরিষদের ভাতা বাড়াতে হবে।
- ❖ কাগজে কলমে ক্ষমতা থাকলে বাস্তবে ক্ষমতা নেই।
- ❖ গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- ❖ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি থাকতে হবে।
- ❖ সংরক্ষিত আসন শব্দটি পরিবর্তন করতে হবে।
- ❖ ম্যানুয়েল গুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- ❖ কাজের সমবন্টন করতে হবে।
- ❖ ইউপি বাজেট জনসম্মুখে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ নারী ও শিশু বিষয়ক সালিশ বা আদালতে বাধ্যতামূলক ভাবে সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি থাকার বিধান করা প্রয়োজন।
- ❖ গ্রাম আদালতে ৫০০০/- জরিমানার টাকা বাড়াতে হবে। এবং কমপক্ষে ৩ মাস সাজা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হবে।

- ইউপি ম্যানুয়েল গুলো প্রকাশের সাথে সাথে সরকারী ভাবে বিনামূল্যে ইউনিয়ন পরিষদে পাঠাতে হবে।
- মহিলা সদস্যদের Vice Chairman এর মর্যাদা দিতে হবে।

মহিলা সদস্যদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য সরকার কর্তৃক যে সব পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে, সে গুলো নিম্নরূপ ঃ

- নারী ও শিশু বিষয়ক সমস্যা গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে মহিলাদের অর্ন্তভুক্তি এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মহিলাদের ঋণ বাড়াতে হবে।
- মহিলা সদস্যদের প্রতি আমলাদের আরও সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

উত্তর দাতাদের জন্য

নির্বাচিত প্রশ্নমালা

Dhaka University Institutional Repository

" বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের ভুমিকা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একটি সমীক্ষা " শীর্ষক গবেষণা কর্মের জন্য প্রশ্নমালা।

(সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্যসংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

জরীপ প্রশ্নমালা

গবেষণার বিষয়

"বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সালের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের ভুমিকা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একটি সমীক্ষা।"

প্রশ্ন সমূহ ঃ -

১. ব্যক্তিগত তথ্য

১.১ নাম ঃ

১.২ ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ ডাকঘর ঃ

ইউনিয়ন ঃ থানা ঃ

জেলা ঃ

১.৩ বয়স ঃ

১.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

১.৫ বৈবাহিক অবস্থা ঃ

১.৬ স্বামীর পেশা ঃ

২. মহিলা সদস্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলগত ভূমিকা এবং অবস্থান

২.১ আপনার গ্রামের সকল শিশুরা কি স্কুলে যায় ?

উত্তর ঃ

২.২ আপনার পরিবারের আয়ের উৎস কি ?

উত্তর ঃ

২.৩ আপনার নিজস্ব কোন আয়ের উৎস আছে কি ?

উত্তর ঃ

২.৪ আপনি কি সমাজ উন্নয়ন মূলক কোন কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন ?

উত্তর ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ নির্বাচিত হবার পর সমাজের উন্নয়নে কি কি কাজ করেছেন ? যদি না করে থাকেন কেন পারেন নি ?

উত্তর ঃ

২.৬ আপনি কি নির্বাচনের পূর্বে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন ? আপনি কোন্ দলের সমর্থক?

উত্তর ঃ

২.৭ আপনি যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এতে কার উৎসাহ বেশী ছিল ?

উত্তর ঃ

২.৮ নির্বাচনে আপনি কি কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন ? যদি হয়ে থাকেন তাহলে কি ধরনের?

উত্তর ঃ

২.৯ আপনার কত জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ?

উত্তর ঃ

২.১০ নির্বাচনে জয়ী হবার কারণ কি বলে মনে করেন ?

উত্তর ঃ

২.১১ আপনার পরিবারের অন্য কেউ কি রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন ?

উত্তর ঃ

২.১২ আপনি কি পূর্বেও ইউপি সদস্য ছিলেন ?

উত্তর ঃ

২.১৩ আপনার রাজনীতিতে আসার কারণ কি ?

উত্তর ঃ

২.১৪ আপনার এলাকর নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বাঁধা সমূহ কি কি ?

উত্তর ঃ

২.১৫ মহিলারা কেন রাজনীতিতে আসতে চাইছে না ? আপনার মতামত বলুন।

উত্তর ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৩. মহিলা সদস্যগণের নব অর্জিত মর্যাদা ও ভূমিকা এবং সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব।

৩.১ নির্বাচিত হবার পর সামাজিক ভাবে আপনি কি কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন যদি হয়ে থাকেন, তবে তা কি ধরনের ?

উত্তর ঃ

৩.২ পারিবারিকভাবে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি ?

উত্তর ঃ

৩.৩ পরিবারের সদস্যগণ কিভাবে আপনার কাজে সহযোগিতা করছেন ?

উত্তর ঃ

৩.৪ আপনি ইউপি সদস্য নির্বাচিত হবার পর এলাকার মানুষ কি ভাবে মূল্যায়ন করছে ?

উত্তর ঃ

৩.৫ মহিলা ছাড়া পুরুষরাও কি কোন সমস্যা সমাধানের জন্য শরণাপন্ন হয়েছেন ? যদি না গিয়ে থাকেন কেন যান নাই ?

401304

উত্তর ঃ

৩.৬ ইউপি দায়িত্ব এবং পারিবারিক দায়িত্ব এর ক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধাবোধ করছেন ?

উত্তর ঃ

৩.৭ আপনার পরিবারের সদস্য গণ এই মর্যাদাকে কিভাবে দেখছেন ?

উত্তর ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৪. ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহনের স্বরূপ

৪.১ আপনি নির্বাচিত হবার পর কি ধরনের কাজ করেছেন ? যদি করে থাকেন তাহলে কি ধরনের ?

উত্তর ঃ

৪.২ আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদের সভাতে (সাধারণ সভা ও বিশেষ সভা) অংশগ্রহন করেন ?

উত্তর ঃ

৪.৩ ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা তৈরীতে বা তার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ আপনি কি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হয়েছেন ? যদি হয়ে থাকেন তাহলে কোন কমিটির সদস্য হয়েছেন ?

উত্তর ঃ

৪.৫ ইউনিয়নের জন্য নির্ধারিত ২৫,০০০ টাকা মূল্যের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.৬ নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত আছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.৭ ভিজিডি কর্মসূচী সংক্রান্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে নিযুক্ত আছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.৮ বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সহ-সভাপতি আছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.৯ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি আছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.১০ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী রক্ষণাক্ষেণ কর্মসূচীর মহিলা কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত আছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.১১ বন্যা, ত্রাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মূলক ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন কি ? আপনি একাজে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত আছেন ?

উত্তর ঃ

৪.১২ নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন কি ?

উত্তর ঃ

৪.১৩ ইউনয়ন পরিষদের গৃহীত পরিবেশের উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ

৪.১৪ নারী ও শিশু পাচার নির্যাতন এবং অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আপনি কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ? যদি করে থাকেন তাহলে কি ধরনের ?

উত্তর ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৫গ্রাম আদালত বা সালিশে অংশগ্রহণ করেছেন কি ? যদি না করে থাকেন তাহলে কেন করতে পারেন নি ?

উত্তর ঃ

৪.১৬বিচার বা সালিশে আপনি সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন কি? বিচার কর্ম পরিচালনায় আপনার মতামতের মূল্যায়ন করা হয়েছিল কি ?

উত্তর ঃ

৪.১৭ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

উত্তর ঃ

৪.১৮ইউপি সদস্য হিসাবে আরও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারকে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন ?

উত্তর ঃ

৪.১৯বিদ্যমান ইউপি আদর্শের কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা প্রয়োজন কি না ? কি ধরনের পরিবর্তন বা পরিমার্জন প্রয়োজন ? আপনার মতামত বলুন।

উত্তর ঃ

৪.২০ইউপি আয় এর উৎস কি ধরনের কাজ করে থাকে ?

উত্তর ঃ

৪.২১ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তগণ আপনাদের কি ভাবে সহযোগিতা করেছেন ?

উত্তর ঃ

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

১. ফেরদৌস হোসেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি' নির্ঝর পাবলিকেসন্স।

২. নাজমা চৌধুরী "ভূমিকা" নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান- উইমেন ফর উইমেন মার্চ ১৯৯৫।

৩. নিলুফার পারভীন, "নারী ও রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৪

৪. Rounaq Jahan, "Purdah and Participation: Women in Politics of Bangladesh" Conference paper of women and development , wellesly college. 1976.

৫. Sayeda Roshan Qadir, Women in Politics and local Bodies in Bangladesh, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা,

৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "গ্রামীন রাজনীতি ও নারীসমাজ" সমাজ নিরীক্ষণ- সংখ্যা-২০ ১৯৮৬, সানিকে, ঢাকা।

৭. এলিজাবেদ লী "নারী ও পরিবেশ ঃ প্রেক্ষিত বিশ্ব" বিশেষ সংস্করন, বিচিত্রা ২৮ শে ফেব্রু, ১৯৯২।

৮. চন্দন সরকার, "নারী ও পরিবেশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" বিচিত্রা, ২৮শে ফেব্রুঃ ১৯৯২২।

৯. নাজমা চৌধুরী, "ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

১০. Dr, Aminur Rahman, "Politics of Rural Local Self Government in Bangladesh"

১১. Bilquis Alam ara , "Women Participation in Local government in Bangladesh" The Journal of Local government vol-13 no-2 July-Dec 1984.

১২. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী আইন, ১৯৯৭) ধারা-৫ অনুচ্ছেদ-৩।

১৩. মোঃ হাবিবুর রহমান ও নুরে আলম সিদ্দিকী "স্থানীয় গণতন্ত্রের বাহন হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ " সমাজ নিরীক্ষণ-৬৬ সানিকে নভেম্বর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নিলুফার বেগম, আব্দুল্লাহ এম খান, সাইফুদ্দিন আহমেদ " লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা " অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

১৫. Comparative perspective : Theory and practice in Developing countries." International Review of Administrative Science, Vol. XL VII. No-2 1981 : 138.

১৬. কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার" রওশন আরা বেগম " প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার"

১৭. H.F. Aldefer. Local Government in Development in develops Countries, New York: Mc Graw Hill. 1969.

১৮. K. Siddiqui, ed., Local Government in south Asia; A comparative study, Dhaka University press limited, 1992 .

১৯. H.D Malasiya, village panchayats in India, New Delhi: All India congress Committee, 1956 .

২০. মোঃ মহব্বত খান " বাংলাদেশে স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের স্বায়ত্ত শাসন ঃ একটি মূল্যায়ন " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৪৪ অক্টোবর ১৯৯২।

২১. M. Rashiduzzaman , " Politics and Administration in Local Councils, A study of union and district councils in east pakistan " Oxford University press 1968

২২. Lutful Haq Chowdhury, "Local self-Government and its Reorganization in Bangladesh" NIG, Sep 1987.

২৩. কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" (এন,আই,এনজি,ঢাকাঃ ১৯৮৯,দ্বিঃ সং)।

২৪. কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার"(এন,আই,এনজি,ঢাকাঃ ১৯৮৯,দ্বিঃ সং) ।

২৫. কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" ।

২৬. N. C. Roy , Rural self government in Bengal. (Calcutta : Calcutta University. 1937).

Dhaka University Institutional Repository

২৭.কামাল সিদ্দিকি (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এ, আবিদ হোসেন, "ব্রটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার" ।

২৮. M.M. Khan and H.M. Zafarullah, "Rural government in Bangladesh : Past and present, Journal of the institute of Local government Administrators, Vol XX, No-2, 1979

২৯.H. Jucker, The foundations of local self government in India , Pakistan And Burma Londom : The Athlone Press, 1954.

৩০.কামাল সিদ্দিকী (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার আব্দুল আউয়াল খান, মৌলিক গণতন্ত্রে স্থানীয় সরকার" (এন, আই,এল জি, ঢাকা ১৯৮৯ দ্বিঃ সং) পৃঃ ৩৩।

৩১.Kamal Siddiqi "Local government in Bangladesh" (Revised Edition) Dhaka University press ltd. 1994) p- 60.

৩২.M. M. Kfhan And H, M. Zafarullah, " Rural Development in Bangladesh: Politics, Plans and Programs, Indian Journal of Public Administration, Vol-XXVI, No. 3 1980 p-3.

৩৩.M. M. Khan and H.M Jafarullah , " Innovaties in village government in Bangladesh" Asian Journal of Public Administration, Vol XI , No – 1 1989 ; 16.

৩৪.M. M. Khan "Major Administrative Reform and Reorganization in Bangladesh, 1971-1985." in C. Compbell and B.G. Peters, eds: Organizing governance: Governing organizations, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 1988, P- 369.

৩৫.M. M. Khan " The policy significance of Decentralization in Bangladesh, " South Asia Journal , Vol- 3 No. 3 1990 :281.

৩৬.আহম্মদ সামিয়ুল হাসান " গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পদ্ধতি একটি পর্যালোচনা " সমাজ নিরীক্ষন / ২৫ ।

৩৭.মোঃ মাকসুদুর রহমান, "বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন" প্রকাশক রাজঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ কাল, জানুয়ারী ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.Kamal Siddiqui, "Local Government in South Asia : A Comparative study, Dhaka. University press limited 1992 P-13.

৩৯.The Local Government (Union Parishads) Ordinance 1983 (Ord. No L1 of 1983) Sec- 6(1).

৪০.The Local Government (Union Parishads) (First Amendments) Ordinance – 1993 (ord No LXXVII of 1993).

৪১.The Local Government (Union Parishads) (Second Amendments) Ordinance – 1997 (ord No LXXVII of 1997).

৪২.Jackson. R. M. The Machinery of Local Government.

৪৩.Jackson. W. A. The Government and Misgovernment of London.

৪৪.Jenks, English Local Government.

৪৫.Robson, W. A. The Government and Misgovernment of London.

৪৬.Richards, P, G, The New Local Government System.

৪৭.Laski H. J. A Grammar of Politics.

৪৮.Maclver . R M. The Modern State.

৪৯.Chawdhury M. A. Rural Government in East Pakistan.

৫০.Nazmul Abedin Local Government in the Modernizing Societies of Bangladesh.

৫১.Zaman R. Local Administration.

৫২.Robson W. A. Development of Local Government.

৫৩.Tinker H. The Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan And Barma.

৫৪.Khera, District Administration in India.

৫৫.G, M, Morris Local Government in Many Lands.

৫৬.C H . Wilson, Essays in Local Government.

৫৭.Jennings W. I Principles of Local Government.

৫৮.Bengal District Administration Committee Reports, 1912-13.

৫৯.Roy N. C. Rural Self-Government in Bengal.